মাগফিরাতের পথ ও পাথেয়

ইবনু রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ

মাগফিরাতের

পথ ও পাথেয়

বই : মাগফিরাতের পথ ও পাথেয়
মূলগ্রন্থ : আসবাবুল মাগফিরাহ
রচনা : ইবনু রজব হাম্বলি রহ.
অনুবাদ : আহমাদ ইউসুফ শরীফ
প্রকাশনা : শব্দতরু

মাগফিরাতের
পথ ও পাথেয়

ইবনু রজব হাম্বলি রহ.

মাগফিরাতের পথ ও পাথেয়

ইবনু রজব হাম্বলি রহ.

প্রথম প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৪০ হিজরি / জুন ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

অনলাইন পরিবেশক
wafilife.com
ruhamashop.com
rokomari.com

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮৬৬ ০৫১১৪০
shobdotoru@gmail.com
www.facebook.com/shobdotoru.bd, www.shobdotoru.com

মূল্য : ৮০ টাকা

Magfirater path o patheo by Ibn Rajab Hanbali Rh., Published by Shobdotoru. first Edition, jun 2019

সূচিপত্র

গ্রন্থকার পরিচিতি

নাম, উপাধি ও বংশপরিচয়

হাফিয আবুল ফারাজ ইবনু রজব হাম্বলি। তিনি ছিলেন একজন ইমাম ও হাফিয। তাঁর পুরো নাম যাইনুদ্দিন আবদুর রহমান ইবনু আহমাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনুল হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিল বারাকাত মাসউদ আস-সুলামি আল-বাগদাদি আদ-দামিশকি আল-হাম্বলি। তাঁর অন্য নাম আবুল ফারাজ এবং ডাকনাম ইবনু রজব। এটা তাঁর দাদারও ডাকনাম ছিল। তাঁর দাদা রজব মাসে জন্মগ্রহণ করায় তাঁর দাদার ডাকনামও ইবনু রজব ছিল।

জন্ম

তিনি ৭৩৬ হিজরিতে বাগদাদের একটি ইলমসম্পন্ন ও পরহেজগার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর শিক্ষাজীবন

তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ আলিমদের নিকট হতে ইলম শিক্ষা করেন। তিনি ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ, যাইনুদ্দিন আল-ইরাকি, ইবনুন নাকিব, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল আল-খাব্বাজ, দাউদ ইবনু ইবরাহিম আল-আত্তার, ইবনু কাতি আল-জাবাল এবং আহমাদ ইবনু আবদুল হাদি আল-হাম্বলি ﷺ প্রমুখ আলিমদের তত্ত্বাবধানে দামেশকে জ্ঞানার্জন করেন। তিনি মক্কায় আল-ফাখর উসমান ইবনু ইউসুফ আন-নুওয়াইরি, জেরুজালেমে হাফিয আল-আলাঈ এবং মিসরে সদরুদ্দিন আবুল ফাতহ আল-মায়দুমি এবং নাসিরুদ্দিন ইবনুল মুলুকের কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেন।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

অনেক তালিবুল ইলম তাঁর কাছ এসে দীনের জ্ঞান অর্জন করতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন ছিলেন : আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু আবু বকর ইবনু আলি আল-হাম্বলি, আবুল ফাদল আহমাদ ইবনু নাসর

ইবনু আহমাদ, দাউদ ইবনু সুলাইমান আল-মাউসিলি, আবদুর রহমান ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মুকরি, যাইনুদ্দিন আবদুর রহমান ইবনু সুলাইমান ইবনু আবুল কারাম, আবু যর আল-যারকাশি, আল-কাযি আলাউদ্দিন ইবনুল লাহাম আল-বালি এবং আহমাদ ইবনু সাইফুদ্দিন আল-হামাউই ﷾ প্রমুখ।

মনীষীদের চোখে ইবনু রজব

ইবনু রজব ﷾ ইলমের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই গবেষণা, লেখালেখি, গ্রন্থ প্রণয়ন, শিক্ষকতা এবং ফতোয়া প্রদানের কাজে ব্যয় করেন।

ইবনু রজবের পাণ্ডিত্য, সাধনা এবং ফিকহে হাম্বলির ওপর অসামান্য ব্যুৎপত্তি থাকার কারণে আলিমসমাজ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইবনু কাযি শুহবাহ ﷾ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পড়াশোনা করে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। তিনি মাযহাবের বিষয়সমূহ পুরোপুরি আয়ত্ত করার পূর্ব পর্যন্ত তাতে নিবিষ্ট ছিলেন। তিনি হাদীসে নববীর সনদ-মতন, তাহকিক ও ব্যাখ্যার কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।'[১]

ইবনু হাজার আল-আসকালানি ﷾ তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি অনেক উঁচু পর্যায়ের হাদিস-বিশারদ ছিলেন। উসুলুল হাদিস, রিজালশাস্ত্র তথা রাবিদের নাম ও জীবনবৃত্তান্ত, হাদিসের সনদ-মতন এবং হাদিসের মর্মার্থ ও ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন।'[২]

ইবনু মুফলিহ ﷾ তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তিনি ছিলেন শায়খ, প্রাজ্ঞ আলিম, হাফিয, দুনিয়াবিমুখ এবং হাম্বলি মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। তিনি বহু জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।'[৩]

১. ইবনু কাযি আল-শুহবাহ প্রণীত তারিখ : ৩/১৯৫
২. ইবনু হাজার আল-আসকালানি প্রণীত ইনবাউল গামর : ১/৪৬০
৩. আল মাকসাদুল আরশাদ : ২/৮১

রচনাবলি

তিনি বহুসংখ্যক কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে, 'আল-কাওয়াইদ আল-কুবরা ফিল ফুরু'। এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয় যে, 'গ্রন্থটি এ যুগের অন্যতম বিস্ময়।'[৪] তাঁর তিরমিযি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থকে সবচেয়ে বিস্তৃত এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলা হয়। তিরমিযি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে তাঁর লেখনী এত সমৃদ্ধ ছিল যে, আল-ইরাকি রাহ. তিরমিযি শরিফের নিজ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়নের সময় তাঁর সহায়তা নিতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানি ﷺ যার সম্পর্কে বলেন, 'তিনি ছিলেন তাঁর যুগের বিস্ময়।'

উপরন্তু তিনি বিভিন্ন হাদিসের ব্যাখ্যায় অনেক মূল্যবান শরাহ রচনা করেছেন। যেমন : 'শারহু হাদিস মা যিবানি যাঈআন উরসিলা ফি গানাম', 'ইখতিয়ার আল-আওলা শারহু হাদিস ইখতিসাম আল-মালা আল-আলা', 'নুরুল ইকতিবাস ফি শারহু ওয়াসিয়্যাহ আন-নাবিয়্যিল ইবনু আব্বাস' এবং 'কাশফুল কুরবাহ ফি ওয়াসফি আহলিল গুরবাহ'।

তাফসীরশাস্ত্রে তাঁর অবদানসমূহের মধ্যে রয়েছে : 'তাফসীরু সূরা ইখলাস', 'তাফসীরু সূরা ফাতিহা', 'তাফসীরু সূরা নাসর' এবং 'আল-ইস্তিগনা বিল কুরআন'।

হাদিসশাস্ত্রে তাঁর রচনাবলির মধ্যে : 'শারহু ইলালিত তিরমিযি', 'ফাতহুল বারী শারহুস সহিহ আল-বুখারি' এবং 'জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম' অন্যতম।

ফিকহশাস্ত্রে তাঁর রচনাবলির মধ্যে রয়েছে : 'আল-ইস্তিখরাজ ফি আহকামিল খারাজ' এবং 'আল-কাওয়াইদ আল-ফিকহিয়্যাহ'।

জীবনীগ্রন্থসমূহের মধ্যে বিস্ময়কর গ্রন্থ 'যাইল আলা তাবাকাতিল হানাবিলাহ'।

তাঁর নসিহাহমূলক গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে : 'লাতাইফুল মাআরিফ' এবং 'আত-তাখওয়ীফ মিনান্নার'।

---

৪. ইবনু আবদুল হাদি প্রণীত যাইল আলা তাবাকাত ইবনু রজব : ৩৮

মৃত্যু

তিনি ৭৯৫ হিজরির রমযান মাসের ৪ তারিখ সোমবার রাতে দামেশকের আল-হুমারিয়্যাহ এ মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا مُوَافِيًا لِنِعَمِهٖ, مُكَافِيًا لِمَزِيْدِهٖ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের পাক দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া যে, তিনি তাঁর সীমাহীন দয়া ও মেহেরবানি দ্বারা এই অনভিজ্ঞ, অধম ও অযোগ্য বান্দাকে তাঁর দীনের খিদমাত করার সুযোগ দিয়েছেন।

আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত সমস্ত জিন ও ইনসানকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর ইবাদাতে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের ভুলক্রটি, অবহেলা, উদাসীনতা ও অন্যায়-অপরাধের দরুন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রহমত ও মেহেরবানির ছায়া হতে দূরে সরে যায়। কিন্তু আল্লাহ আরহামুর রহিমীন, গাফুরুর রহীম। তিনি প্রতিনিয়ত তাঁর বান্দাকে নিজের রহমত ও মাগফিরাতের ছায়াতলে ফিরে আসার পথকে শুধু খোলা রেখেই ছেড়ে দেননি; বরং বান্দাকে নানাভাবে অভয় দিয়ে তার প্রতিপালকের ছায়াতলে ফিরে আসার মহাসুযোগ করে দিয়েছেন। খুলে রেখেছেন ক্ষমা ও মাগফিরাতের সুপ্রসারিত দুয়ার। পাশাপাশি এ কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, কোনো বান্দা যেন মনে না করে যে সে নিজ যোগ্যতায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে কিংবা ইবাদাত-বন্দেগী ও কারামতি দিয়ে ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের সিঁড়ি মাড়িয়ে উতরে যাবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রহমত ও মাগফিরাতসহ তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে বান্দা সাফল্যের কোনো বন্দরেই নিজের নোঙর ফেলতে পারবে না। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত একমাত্র সত্তা, যিনি তাবৎ সৃষ্টিকুল হতে অমুখাপেক্ষী। আর আমরা তাঁর সৃষ্টি, যারা প্রতি মুহূর্তে সেই মহান জাতের মুখাপেক্ষী। আমাদের মতো মুখাপেক্ষী সৃষ্টির প্রতি দয়াময় আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত নিজের দয়া ও মাগফিরাতের চাদর ছড়িয়ে রেখেছেন। তিনি প্রতিটি বান্দাকে তাঁর সাথে সম্পর্ক তৈরি করে মাগফিরাত ও রহমতের মতো অবশ্য প্রয়োজনীয় নিআমাত লাভের সহজ সুযোগ করে দিয়েছেন।

বক্ষ্যমাণ বইটিতে সর্বজনস্বীকৃত ও মুসলিমবিশ্বে তর্কাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য আলিমে দীন ইবনে রজব হাম্বলি ﷺ-এর অসামান্য ও কালজয়ী কলমের দ্যুতিতে আমরা মাগফিরাত লাভের উপায় ও বিভিন্ন সময়ে ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের পথ ও পন্থা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

এখানে আমরা ইবনু রজব হাম্বলি ﷺ-এর 'আসবাবুল মাগফিরাহ' নামক পুস্তিকার অনুবাদ তুলে ধরেছি।

এটি অবশ্য গ্রন্থকারের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ জামিউল উলুমি ওয়াল হিকামের ৪২ নং হাদিস ও তার ব্যাখ্যা।

পুস্তিকাটি অনুবাদের ক্ষেত্রে যে সকল মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে তা নিচে তুলে ধরা হলো :

১. কুরআনের আয়াত অনুবাদের ক্ষেত্রে মাআরিফুল কুরআনসহ বিভিন্ন অনুবাদ থেকে নকল করা হয়েছে।

২. বুখারী ও মুসলিম শরীফ ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনাসমূহের সনদের মান তুলে ধরা হয়েছে।

৩. হাদিসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তাওহীদ পাবলিকেশন্সসহ কওমী মাদরাসায় পাঠ্য বিভিন্ন অনুবাদগ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

৪. সকল আয়াত, হাদিস, তাফসীর ও সালাফের বক্তব্যের আরবি ইবারত ইরাবসহ তুলে ধরা হয়েছে।

৫. সকল তথ্যসূত্র আরবি লিপি হতে নেয়া হয়েছে। কোনো গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ হতে কোনো তথ্যসূত্র নেয়া হয়নি।

৬. অধিকাংশ তথ্যই অনলাইন শামেলা হতে সংগৃহীত।

৭. অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থকার উদ্ধৃতি দেননি। অনুবাদকের দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ চেষ্টার মাধ্যমে তা সংযুক্ত করা হয়েছে।

৮. অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের বর্ণনার সাথে মূল হাদিস বা তথ্যসূত্রের বর্ণনায় কিছুটা ভিন্নতা পাওয়া গেছে। আমরা মূল তথ্যসূত্রে যেভাবে আছে তা-ই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

৯. গ্রন্থকারের জীবনী সংযোজনের ক্ষেত্রে প্রখ্যাত লেখক, অনুবাদক ও দীনি ব্যক্তিত্ব জনাব জোজন আরিফ সাহেবের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

সর্বাত্মক চেষ্টার পরও মানবিক সীমাবদ্ধতার দরুন কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে নিশ্চিতরূপেই এর সবটুকু দায় আমার। তাই তথ্য-উপাত্ত বা মুদ্রণজনিত কোনো ভুল থাকলে পাঠকের নিকট তা শুধরে দেওয়ার বিনীত নিবেদন রইল।

অসামান্য এ গ্রন্থটির অনুবাদের কাজে যাদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে প্রতিনিয়ত কৃতজ্ঞতাপার্শ্বে আবদ্ধ করেছে, তাদের নাম উল্লেখ করতে পারলে খুব ভালো লাগত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এ সকল মুখলিস বান্দা ও বান্দীগণকে আল্লাহ তাআলা পার্থিব পরিচিতি ও সাধুবাদের পরীক্ষায় নিপতিত না করে আখিরাতের চিরসাফল্যে সম্মানিত করুন, এটাই আমার চাওয়া।

দীনের এই সামান্য খিদমাতের উসিলায় আল্লাহ তাআলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আখিরাত সুন্দর করে দিন। আমীন।

আহমাদ ইউসুফ শরীফ
দারুস সালীম মাদরাসা
মাস্টারপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০।
২৮ শাবান ১৪৪০ হিজরি মোতাবেক
২২ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ ও
৫ মে ২০১৯ ঈসায়ী।
রোজ রবিবার।
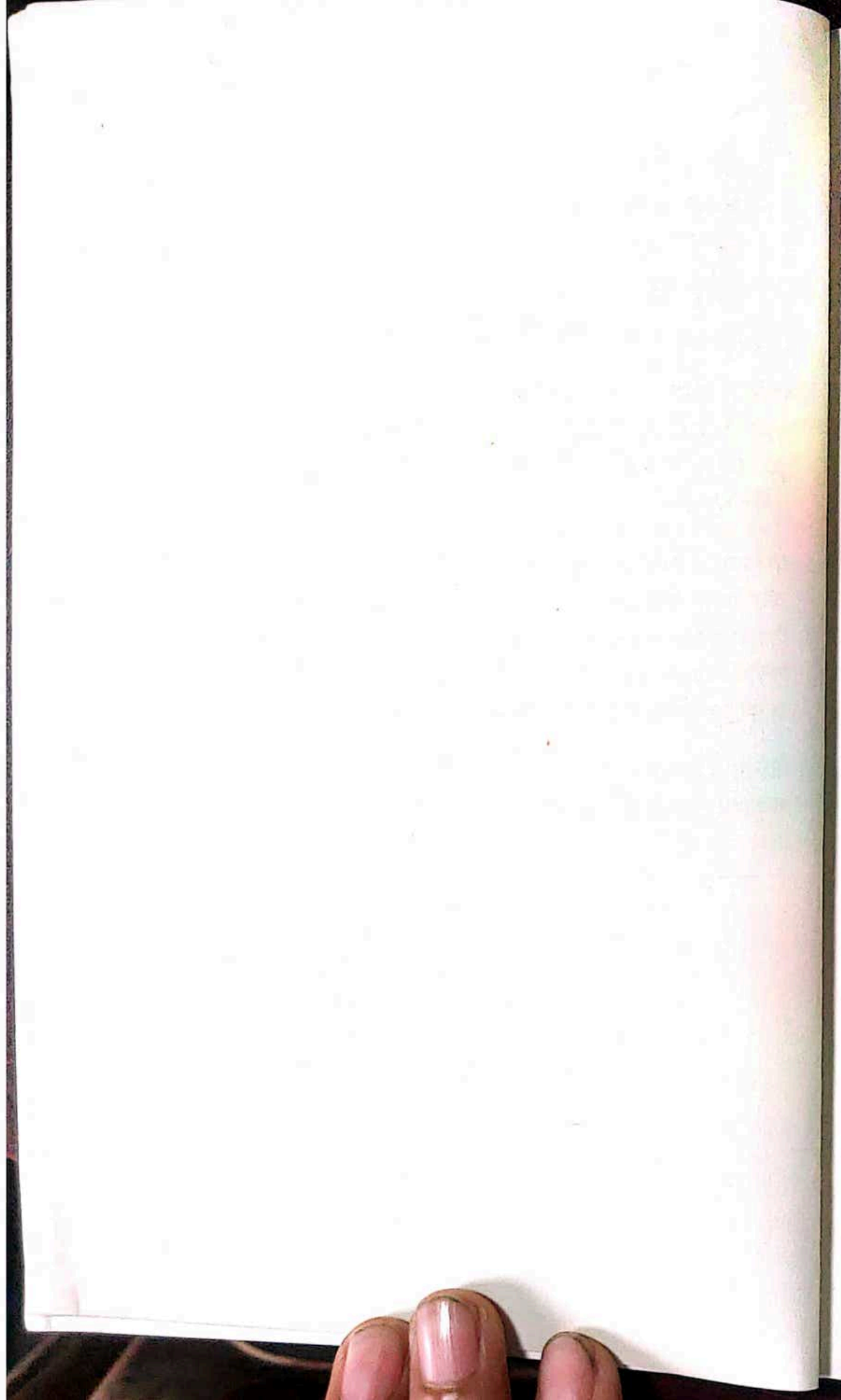
ইসতিগফার অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস

আনাস বিন মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে,

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

“আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন, হে আদমসন্তান, তুমি যতদিন আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে, তোমার দ্বারা যা কিছু গুনাহ হয়েছে আমি তা ক্ষমা করে দেবো। আর এ ব্যাপারে আমি কোনো পরোয়া করি না। হে আদমসন্তান, তোমার গুনাহ যদি আকাশের মেঘমালায়ও উপনীত হয়, এরপর তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো; এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। হে আদমসন্তান, তুমি যদি জমিন পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার কাছে এসে উপস্থিত হও, আর আমার সাথে যদি কিছু শরিক না করে থাকো, তবে আমিও সেই পরিমাণ মাগফিরাত (ক্ষমা) নিয়ে তোমার নিকট আসব।”[৫]

হাদিসটি বর্ণনা করে ইমাম তিরমিযি ﵀ বলেছেন, ‘হাদিসটি হাসান সহীহ’।

ইমাম তিরমিযি ﵀-এর বর্ণিত সনদে কাসীর ইবনু ফাইদ ﵀ নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন।[৬] তিনি একাই তার পূর্বের বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনু উবাইদ

---

৫. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৫৪০। অধ্যায় : ৪৫, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত দুআসমূহ। অনুচ্ছেদ : ৯৯, তাওবা-ইসতিগফারের ফযীলত ও বান্দার প্রতি আল্লাহ ﷻ-এর রহমত।

৬. কাসীর বিন ফাইদ আল বসরী ﵀-এর জন্ম-মৃত্যুবিষয়ক ঐতিহাসিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইবনে হিব্বান ﵀ তাকে ‘সিকাহ’ তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের কেউ কেউ ‘মাকবূল’ তথা গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আস-সিকাতু লি ইবনি হিব্বান : ৯/২৫, ব্যক্তি নং : ১৪৯৮৮; তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল : ২৪/১৪৪, ব্যক্তি নং : ৪৯৫১

﵀ হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সনদের মধ্যে একপর্যায়ে বর্ণনাকারী একজন হয়ে যাওয়ায় হাদিসটি মুফরাদ। সাঈদ ইবনু উবাইদ ﵀ বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযানী ﵀ হতে হাদিসটি শুনেছেন। আর মুযানী ﵀ আনাস বিন মালিক ﵁ হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হাদিস বর্ণনা করার পর ইমাম তিরমিযি ﵀ বলেন, 'হাদিসটি হাসান গরীব। এ ছাড়া হাদিসটির অন্য কোনো সনদ আমার জানা নেই।'[৭]

এই হাদিসের সনদে কোনো সমস্যা নেই। হাদিসে বর্ণিত সাঈদ ইবনু উবাইদ ﵀ হলেন সাঈদ ইবনু উবাইদ আল-হানাঈ ﵀। আবু হাতিম ﵀-এর মতে তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ হাদিস-বিশারদ। ইবনু হিব্বান ﵀ তাকে 'নির্ভরযোগ্য' বলেছেন।[৮]

তবে কেউ কেউ তার পরিচয় নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। অনেকের মতে তিনি সাঈদ বিন উবাইদ আল-হানাঈ নন।

দারাকুতনী ﵀ বলেন, 'কাসীর বিন ফাইদ ﵀ সাঈদ বিন উবাইদ ﵀ হতে এককভাবে হাদিসটি মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন। অন্যদিকে সালাম বিন কুতাইবা ﵀ সাঈদ ﵀ হতে এবং তিনি তার পিতা উবাইদ ﵀ হতে এবং তিনি আনাস বিন মালিক ﵁ হতে মাওকূফ হিসেবে হাদিসটি বর্ণনা করেন।'

ইবনু রজব হাম্বলি ﵀ বলেন, 'কাসীর বিন ফাইদ ﵀ হাদিসটি মারফু ও মাওকূফ উভয় সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। কাসীর বিন ফাইদ ﵀ হতে আবু সাঈদ ﵀[৯] মারফু সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও কাসীর বিন ফাইদ ﵀

---

৭. হিন্দুস্তানী ও তুর্কি নুসখাগুলোর কোনো কোনোটিতে হাসান সহীহ লেখা থাকলেও মিসরীয় নুসখাগুলোতে হাসান গরিব লেখা রয়েছে। এটা হাদিস গ্রহণের মূলনীতিতে মুহাদ্দিসগণের মতপার্থক্যের দরুনও হতে পারে। জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, ১১৫৫ দারুস সালাম, কায়রো, মিসর হতে প্রকাশিত।

৮. সাঈদ ইবনু উবাইদ হানাঈ বসরী ﵀ হিজরি দ্বিতীয় শতকের একজন দীনি ব্যক্তিত্ব। তার জন্মসাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক কোনো তথ্য নেই। মতভেদ রয়েছে মৃত্যুসন নিয়েও। তবে ১৫১-১৬০ হিজরির মধ্যে তিনি ইনতিকাল করেন। তিনি বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযানী, হাসান বসরী ও আব্দুল্লাহ বিন শাকীক উকাইলী ﵀ প্রমুখ হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল : ১০/৫৫০, ৫৫১; ব্যক্তি নং : ২৩২৪; ইমাম যাহাবী প্রণীত তারীখুল ইসলাম : ৪/৬০, ব্যক্তি নং : ৬৬

৯. আবু সাঈদ ﵀-এর মূল নাম আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাইদ আল বসরী ﵀। তিনি হাম্মাদ বিন সালামা ﵀ সহ হিজরি দ্বিতীয় শতকের বেশ কিছু মুহাদ্দিস হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার নিকট হতেও

ছাবিত বুনানী ﵀ হতে আনাস বিন মালিক ﵁-এর পক্ষ হতে মারফু সূত্রেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আবু হাতিম ﵀ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।'[১০]

হাদিসটির আরও কিছু প্রামাণ্য আলোচনা :

সাঈদ বিন উবাইদ ﵀-এর বর্ণিত সূত্রটি ছাড়াও আবু যর গিফারী ﵁ হতে মুসনাদে আহমাদে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে মুসনাদে আহমাদের সনদে শাহর বিন হাওশাব ﵀ মাদিকারিব ﵀ হতে এবং তিনি আবু যর গিফারী ﵁ হতে রাসূল ﷺ এর জবানে আল্লাহ ﷻ-এর কথা নকল করেন।[১১]

কেউ কেউ বলেন, হাদিসটি শাহর বিন হাওশাব ﵀ হতে তিনি সাহাবী আব্দুর রহমান বিন গনম ﵁ হতে এবং তিনি আবু যর গিফারী ﵁ হতে বর্ণনা করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, শাহর বিন হাওশাব ﵀ উম্মে দারদা ﵂ হতে এবং তিনি আবু দারদা ﵁ হতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ বক্তব্যটি সঠিক নয়।

এ ছাড়াও ইমাম তাবরানী ﵀ ক্বাইস বিন রবী হতে তিনি হাবীব বিন ছাবিত হতে তিনি সাঈদ বিন জুবাইর ﵀ হতে এবং তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄-এর সূত্রে রাসূল ﷺ-এর জবানে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[১২] আরও কিছু সূত্রেও হাদিসটির বর্ণনা রয়েছে।

অনেকেই হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, বুখারী ও মুসলিম ﵏ সহ অনেকেই তার হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু মুঈন ﵀ সহ অনেকের মতেই তিনি নির্ভরযোগ্য। হারুন বিন আশআছ ﵀-এর সূত্রে ইমাম বুখারী ﵀ বলেন, 'তিনি ১৯৭ হিজরিতে ইনতিকাল করেন'। তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল : ১৭/২১৭-২১৯, ব্যক্তি নং : ৩৮৭১

১০. ইবনু রজব হাম্বলি ﵀-এর এই বক্তব্যটি আরও রয়েছে, মিরআতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ : ৮/৩৭, হাদিস নং : ২৩৫৯

১১. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ২১৪৭২। এই হাদিসে মাদিকারিব হামাদানী মাশরিকী ﵀-কে নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তিনি অজ্ঞাত হওয়ার দরুন হাদিসটিকে দুর্বল বলা হয়। ইবনুল হিব্বান ﵀ ব্যতীত আর কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। তবে তিনি আলী, ইবনু মাসউদ, আবু যর ও খাব্বাব ﵃ হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনুল কাসীর ﵀ প্রণীত আত-তাকমীল ফিয যারহি ওয়াত তাদীল : ১/৯০, ব্যক্তি নং : ৮৪

১২. মজমাউজ জাওয়াইদ : ১০/২১৫-২১৬, হাদিস নং : ১৭৬২৮। হাদিসটির দুজন বর্ণনাকারী নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

দালিলিকভাবে উল্লেখিত হাদিসটি নির্ভরযোগ্য হওয়ার পাশাপাশি হাদিসের মূল বর্ণনায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আশাবাদী, ক্ষমাপ্রার্থী এবং শিরকমুক্ত গুনাহগার বান্দার প্রতি ক্ষমার যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তার স্বপক্ষে আরও কিছু হাদিস রয়েছে।

ইমাম মুসলিম ﵀ মাযূয বিন সুওয়াইদ ﵀-এর সূত্রে আবু যর গিফারী ﵁ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً

"যে আমার প্রতি এক বিঘত এগিয়ে আসে আমি তার প্রতি এক হাত অগ্রসর হই। আর যে আমার প্রতি এক হাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে এক গজ (দু-হাত) অগ্রসর হই। যে আমার নিকট পায়ে হেঁটে আসে আমি তার প্রতি দৌড়ে আসি। যে আমার সাথে কাউকে কোনো বিষয়ে শিরক করা (অংশীদার স্থাপন) ব্যতীত জমিন পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, আমি তার সাথে অনুরূপ জমিন পরিমাণ মাগফিরাত (ক্ষমা) নিয়ে সাক্ষাৎ করি।"[১৩]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ আখশান সাদূসী ﵀-এর সনদে আনাস বিন মালিক ﵁ হতে রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন, তিনি বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَمْلَأَ خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُمُ اللهَ لَغَفَرَ لَكُمْ

"ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। তোমরা যদি গুনাহ করে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করেও রাখো আর ইসতিগফার পাঠ করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন।"[১৪]

---

১৩. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৬৮৭। অধ্যায় : ৪৮, জিকির, দুআ, তাওবা ও ইসতিগফার। অনুচ্ছেদ : জিকির, দুআ ও আল্লাহ ﷻ-এর নিকটবর্তী হওয়ার ফযীলত।

১৪. মুসনাদে আহমাদ : ২১/১৪৬, হাদিস নং : ১৩৪৯৩; সনদ সহীহ লিগাইরিহি।

শুরুতেই আনাস বিন মালিক ﵁-এর বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখের মূল কারণ হলো, হাদিসে বর্ণিত তিনটি বিষয়ই হলো মাগফিরাত তথা মুক্তিলাভের উপায়।

১. আশাবাদী মনে দুআ করা।

২. ইসতিগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৩. তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ-এর একত্ববাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা।

মাগফিরাত লাভের প্রথম উপায় :
আশাবাদী মনে দুআ করা

আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের দরবারে গুনাহগার বান্দার মুক্তিলাভের জন্য প্রথম করণীয় হলো তাঁর সীমাহীন দয়া ও ক্ষমার সিফাতের কথা মনে করে আশায় বুক বেঁধে দুআ করা। কেননা, দুআ হলো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ হতে এমন এক নিআমাত, যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে আদেশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি দুআ কবুলের প্রতিশ্রুতিও দান করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"

"তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি সাড়া দেবো।"[১৫]

সুনানে আরবাআতে নুমান বিন বাশীর ﵁ রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"

নবীজি ﷺ বলেছেন, দুআ হলো ইবাদাত। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

১৫. সূরা মুমিন, ৪০ : ৬০

“তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদাতে অহংকার করে তারা অতিসত্বর অপদস্থ হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মুমিন, ৪০ : ৬০)[১৬]

অন্য এক হাদিসে ইমাম তাবরানী মারফু সূত্রে রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন। তিনি বলেন,

مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ أُعْطِيَ الْإِجَابَةَ، لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"

“যাকে দুআ করার তাওফীক দেয়া হয়েছে, তার দুআ কবুল করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ ﷻ বলেন : "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" ‘তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো’।”[১৭]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে,

مَا كَانَ اللهُ لِيَفْتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ الدُّعَاءِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْإِجَابَةِ

“আল্লাহ ﷻ মোটেও এমন নন যে, বান্দার জন্য দুআ করার দরজা খুলে দিয়ে জবাব তথা কবুল করার দরজা বন্ধ করে দেবেন।”[১৮]

তবে দুআ কবুলের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত রয়েছে। আবার দুআ কবুলের পথে কিছু প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। অনেক সময় দুআর মধ্যে কবুল হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যায় না। আবার কখনো কখনো দুআ কবুলের সাধারণ শর্তাবলি পাওয়া গেলেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। যার কারণে দুআ কবুল হয় না। এমনকি দুআ করার সময় যেসকল আদব-কায়দা বজায় রেখে দুআ করা

---

১৬. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৩৭২। অধ্যায় : ৪৫, রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত দুআ। অনুচ্ছেদ : ১, দুআ করার ফযীলত। সনদ হাসান সহীহ। মূল গ্রন্থে ইবনু রজব হাম্বলি رحمه الله যে মতন তুলে ধরেছেন তা মুসনাদে আহমাদে পাওয়া যায়। হাদিস নং : ১৮৩৮৬। হাদিসটি সুনানে আরবাআ তথা তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহতে রয়েছে।

১৭. আল মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী : ৭/১১৭। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه হতে। হাদিস নং : ৭০২৩। সনদ দুর্বল।

১৮. তাফসীরে ইবনে রজব হাম্বলি : ২/২৩১। এই হাদিসে ‘আল হাসান বিন মুহাম্মাদ আল বলখী’ রয়েছেন। যার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের ব্যাপক আপত্তি রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসই তাকে মুনকার আখ্যায়িত করে তার বর্ণিত হাদিস প্রত্যাখ্যান করেছেন। আলকামিল ফিযযুআফাইর রিজাল : ৩/১৬৫-১৬৬, ব্যক্তি নং : ৪৫৪; আয-যুআফাউল কবীর লিলউকাইলী : ১/২৪২, ব্যক্তি নং : ২৮৮; লিসানুল মীযান : ৩/১১১, ব্যক্তি নং : ২৩৮৩

উচিত, সেসকল আদব-কায়দার অভাবেও দুআ কবুল হয় না। এ ব্যাপারে জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম গ্রন্থের দশম হাদিসে কিছু আলোচনা রয়েছে।

মূল আলোচনায় না থাকলেও পাঠকের সুবিধার্থে এখানে হাদিসটি এবং তার সাথে আমাদের আলোচ্য বিষয়-সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" المؤمنون: ٥١. وَقَالَ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" البقرة: ١٧٢. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

"হে লোকসকল, আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন, যে আদেশ তিনি রাসূলগণকে করেছেন । আল্লাহ তাআলা বলেন :

"يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"

"'হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার করো ও সৎকর্ম করো। তোমরা যা করো, সে সমন্ধে আমি অবহিত।' (সূরা মুমিনুন, ২৩ : ৫১)

তিনি আরও বলেন :

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ"

'হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি, তা থেকে আহার করো।' (সূরা বাকারা, ২ : ১৭২)

এরপর নবীজি ﷺ এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে, যার এলোমেলো চুল ধুলায় ধূসরিত। সে আকাশের দিকে দু-হাত তুলে বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং তার শরীর গঠিত হয়েছে হারামে। অতএব, তার দুআ কীভাবে কবুল করা হবে?”[১৯]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আবু আব্দুল্লাহ আন-নাবাযী ؓ বলেন, আমল পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য ৫টি শর্ত রয়েছে। যথাক্রমে :

১. আল্লাহ তাআলার পরিচয় জেনে পরিপূর্ণ ঈমান আনা।

২. আল্লাহ ও বান্দার হক সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।

৩. শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য ইখলাসের সাথে আমল করা।

৪. সুন্নাত মুতাবিক হওয়া।

৫. রিজিক হালাল হওয়া।

এর মধ্য হতে একটি না পাওয়া গেলেও আমল কবুল হবে না।[২০]

দুআ কবুল হওয়ার জন্য চারটি আদবের প্রতি লক্ষ রাখা চাই। যথাক্রমে :

১. দীর্ঘ সফর। অর্থাৎ মুসাফির অবস্থায় দুআ কবুলের সম্ভাবনা বেশি। বিশেষ করে সফর যখন দীনি উদ্দেশ্যে হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

তিন ব্যক্তির দুআ নিঃসন্দেহে কবুল হয়। ক. পিতা-মাতার দুআ, খ. মুসাফিরের দুআ, গ. মজলুমের দুআ।[২১]

---

১৯. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ১০১৫, অধ্যায় : ১২, যাকাত। অনুচ্ছেদ : ১৯, হালাল উপার্জন থেকে সদকা কবুল হওয়া এবং এর যত্ন নেওয়া।
২০. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২৭৯
২১. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ১৫৩৬। আবু হুরাইরা ؓ হতে। সনদ হাসান। অধ্যায় : ২, নামায। অনুচ্ছেদ : ৩৬৪, কারও অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করা।

২. সাদাসিধা পোশাক, এলোমেলো কেশ ও ধূলিমলিন বেশ অবস্থায় দুআ করা। রাসূল ﷺ বলেছেন,

رُبَّ أَشْعَثَ، مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

"এমন অনেক এলোমেলো কেশধারী ধূলিমলিন চেহারাবিশিষ্ট ব্যক্তি মানুষের দরজা থেকে বিতাড়িত হয়েছে, যারা আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করে দেন।"[২২]

৩. আসমানের দিকে দু-হাত উঁচু করে দুআ করা।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ

"আল্লাহ তাআলা অত্যধিক লজ্জাশীল ও দাতা। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর দরবারে দুই হাত তুলে দুআ করে, তখন তিনি তার হাত দুখানা শূন্য ও বঞ্চিত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।"[২৩]

৪. আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাতের কথা বারবার উল্লেখ করে কাকুতি-মিনতি করা—ইয়া রব, হে আমার প্রতিপালক বলে মিনতি করা।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهُّدٌ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَضَرُّعٌ، وَتَخَشُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ - يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِهِمَا وَجْهَكَ - وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ

"নামায হলো দু-রাকাআত দু-রাকাআত করে। প্রতি দু-রাকাআত পর রয়েছে তাশাহহুদ। নামাযে আছে খুশু-খুযু, আল্লাহর নিকটে বিনয় প্রকাশ এবং

---

২২. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৬২২। আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে। অধ্যায় : ৪৫, সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তা রক্ষা ও শিষ্টাচার। অনুচ্ছেদ : ৪০, অসহায় ও অখ্যাত ব্যক্তিদের ফযীলত।

২৩. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৫৫৬। সালমান ফারসী رضي الله عنه হতে। সনদ হাসান গরিব। অধ্যায় : ৪৫, দুআ। অনুচ্ছেদ : ১০৫, শিরোনামহীন।

আহাজারি করা। ধীরস্থিরভাবে তা আদায় করবে। এতে আরও আছে, দুআর সময় দুই হাত তোলা। দুই হাতের ভেতরের দিক তোমার চেহারার সামনের দিকে রেখে, তোমার প্রভুর পানে তুলে ধরে বলবে, হে আমার রব, হে আমার রব। যদি এই কাজগুলো কেউ সালাতে না করে, তার সালাত অপূর্ণাঙ্গ হবে।"[২৪]

মাগফিরাত লাভের অন্যতম একটি উপায় : অন্তরের অন্তস্থল হতে আশাবাদী মন নিয়ে দুআ করা

আশাবাদী হওয়ার জন্য প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো অন্তরের গভীর হতে আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি আশাবাদী হয়ে দুআ করা।

আবু হুরাইরা ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন, তিনি বলেন,

أُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ

"কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তোমরা আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দুআ করবে। জেনে রাখো, উদাসীন ও অমনোযোগী মনের দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না।"[২৫]

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন, তিনি বলেন,

الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ، وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ

---

২৪. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৮৫। ফজল বিন আব্বাস ﵁ হতে। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ২, নামায। অনুচ্ছেদ : ২৮৩, নামাযে খুশু-খুযু অবলম্বন করা। উল্লেখিত চার বিষয়ের বর্ণনা জামিউল উলুমি ওয়াল হিকামে রয়েছে। দ্রষ্টব্য : ২৮৬-২৯১

২৫. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৪৭৯। সনদ হাসান গরিব। অধ্যায় : ৪৫, দুআ। অনুচ্ছেদ : ৬৬, শিরোনামহীন।

“মানুষের অন্তর হলো পাত্রের মতো। কোনো কোনোটি অন্যটির চেয়ে গভীর হয়। অতএব তোমরা যখন আল্লাহ ﷻ-এর চাইবে তখন দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে চাইবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা এমন বান্দার ডাকে সাড়া দেন না, যে উদাসীন মনে তাঁকে ডাকে।”[২৬]

এ জন্যই বুখারীর এক হাদিসে আবু হুরাইরা ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন, তিনি বলেন,

لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ

“তোমাদের কেউ কখনো এ কথা বলবে না যে, হে আল্লাহ, আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আপনার ইচ্ছে হলে আমাকে দয়া করুন। বরং দৃঢ় আশা নিয়ে দুআ করবে। কারণ, আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।”[২৭]

উলামায়ে কেরাম দুআর ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া এবং দুআ কবুলে বিলম্বিত হওয়ার কারণে হতাশ হয়ে দুআ হতে মুখ ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন।

দুআ কবুলের ক্ষেত্রে বান্দা যেন কখনোই নিরাশ না হয়। কারণ, আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়া দুআ কবুলের পথে বড় ধরনের অন্তরায়।

অনুনয়-বিনয়ের সাথে দুআয় মগ্ন বান্দাকে আল্লাহ ﷻ পছন্দ করেন

দুআতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করা চাই। কেননা, আল্লাহ তাআলা বান্দার চোখের নোনাজল পছন্দ করেন। পছন্দ করেন তার কাকুতি-মিনতি। এক বর্ণনায় রয়েছে,

---

২৬. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ৬৬৫৫। সনদ যঈফ। কিন্তু মূল বক্তব্যের ওপর একাধিক গ্রহণযোগ্য বর্ণনা থাকায় মতন বা বক্তব্য সহীহ।

২৭. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৩৩৯। অধ্যায় : ৮০, দুআ। অনুচ্ছেদ : ২১, কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা নিয়ে দুআ করবে। কারণ, কবুল করতে আল্লাহকে বাধাদানকারী কেউ নেই।

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ يُحِبُّهُ، قَالَ: يَا جِبْرِيلُ، لَا تُعَجِّلْ بِقَضَاءِ حَاجَةِ عَبْدِي، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ

“বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করে আর আল্লাহ তাআলা তাকে পছন্দ করেন। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘জিবরীল, আমার বান্দার চাহিদা পূরণে তাড়াহুড়া কোরো না। আমি তার আওয়াজ শুনতে পছন্দ করি।’”[২৮]

আল্লাহ ﷻ বলেন :

‘وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ’

“তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা-সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।”[২৯]

বান্দা যখন অনুনয়-বিনয়ের সাথে দুআ করতে থাকে, নিরাশ না হয়ে আশায় বুক বেঁধে দুআয় মগ্ন থাকে, তখন তার দুআ কবুলের সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসতে শুরু করে। দরজায় কড়া নাড়তে থাকলে খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এটাই স্বতঃসিদ্ধ রীতি।

আল মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন গ্রন্থে আনাস বিন মালিক ﷺ হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে যে,

لَا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ

“তোমরা দুআ করতে অক্ষম হয়োনা। কেননা, দুআ করে কেউ কখনো ধ্বংস হয় না।”[৩০]

---

২৮. হুবহু এই বর্ণনাটির কোনো সনদ নেই। জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১১৫৮। তাফসীরে ইবনে রজব হাম্বলি : ২/২৩২, সূরা মুমিনের ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। তবে শব্দের ভিন্নতায় একই মর্মাথ-বিশিষ্ট হাদিস পাওয়া যায়। কিন্তু তাও দুর্বল। হাদিসটি নিম্নরূপ :

إِنَّ الْعَبْدَ يَدْعُو اللهَ، وَهُوَ يُحِبُّهُ فَيَقُولُ اللهُ- عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ، اقْضِ لِعَبْدِي هَذَا حَاجَتَهُ وَأَخِّرْهَا؛ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ

মজমাউজ জাওয়াইদ : ১০/১৫১, হাদিস নং : ১৭২২৪; আল মুজামুল আওসাত লিত তাবরানী : ৮/২১৬, হাদিস নং : ৮৪৪২। জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ হতে।

২৯. সূরা আরাফ, ৭ : ৫৬

৩০. আল মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন : ১৮১৮; সহীহ ইবনু হিব্বান : ৮৭১। দুই দুটি সহীহ কিতাবে

গুনাহের জন্য মাগফিরাতের দুআকারী বান্দার অবশ্যকর্তব্য

যে ব্যক্তি নিজের গুনাহের মাগফিরাতের জন্য মহান আল্লাহ গফুরুর রহীমের দরবারে হাত তুলবে, তার জন্য অবশ্যকর্তব্য হলো বিভীষিকাময় জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং চিরস্থায়ী শান্তি ও সুখের নিআমাতে পূর্ণ জান্নাত কামনা করা। সুনানে আবু দাউদে এসেছে, কোনো এক সাহাবী ﵁ বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: ‹كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ›، قَالَ: أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ أَمَا إِنِّي لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‹حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ›.

“নবীজি ﷺ এক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি শেষ বৈঠকে কী ধরনের দুআ পাঠ করে থাকো? লোকটি বললেন, আমি তাশাহহুদ পড়ে থাকি, অতঃপর বলি, ‘اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ’ ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট জান্নাত কামনা করি এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি’। কিন্তু আমি আপনার ও মুআয ﵁-এর অস্পষ্ট শব্দ বুঝতে সক্ষম হই না। নবীজি ﷺ বলেন, আমিও বেহেশত ও দোযখের আশেপাশে ঘুরে থাকি, দুআয় লিপ্ত থাকি।”[৩১]

আবু মুসলিম খাওলানী ﵀ বলেন,

مَا عُرِضَتْ لِي دَعْوَةٌ فَذَكَرْتُ النَّارَ إِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى الِاسْتِعَاذَةِ مِنْهَا

“দুআতে জাহান্নামের কথা উল্লেখ করলেই আমি তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকি।”[৩২]

উল্লেখ থাকলেও হাদিসটির একজন বর্ণনাকারী উমর বা আমর বিন মুহাম্মাদকে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ব্যাপক ধোঁয়াশা ও আপত্তি রয়েছে। এ কারণে হাদিসটি মুহাদ্দিসগণের মতে খুবই দুর্বল। দ্রষ্টব্য, তাহযীবুত তাহযীব : ৭/৪৬৪-৪৬৫, ব্যক্তি নং : ৭৭৩

৩১. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ৭৯২। সনদ সহীহ বিশ শাওয়াহিদ। অধ্যায় : ২, নামায। অনুচ্ছেদ : ১৩৪, নামায সংক্ষিপ্ত করা।

৩২. হিদায়াতুল ওয়িলদান শরহু ওয়াসায়া লুকমান : ৯৬; আল ওয়াফী ফি শরহি আরবাঈনান নববী : ৩৭২

কখনো কখনো দুআ কবুল না হওয়ার কারণ

কখনো এমন হয় যে বান্দা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে পার্থিব কোনো বিষয়ে দুআ করে কিন্তু তা কবুল হয় না। এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। সামান্য ইহকালীন চাহিদা পূরণ না করে এর চেয়ে ভালো ও কল্যাণকর কিছু যদি আল্লাহ তাআলা দান করেন। তবে তা সেই পাক জাতের বিশেষ রহমতই বলতে হবে। আল্লাহ ﷻ বাহ্যিকভাবে দুআ কবুল না করলেও বিনিময়ে কিছু দান করেন। যেমন :

১. দুআকারীর ওপর হতে অকল্যাণ বা বিপদাপদ দূর করে দেন।

২. দুআর বিনিময়ে আখিরাতে তাকে রক্ষা করেন।

৩. দুআকারীর গুনাহ মাফ করে দেন।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইরশাদ নকল করেন, তিনি বলেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلاَّ آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

"কোনো ব্যক্তি যখন দুআ করে আল্লাহ তাআলা তাকে তা দান করেন কিংবা তার বিনিময়ে তার ওপর হতে কোনো অকল্যাণ প্রতিহত করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য দুআ না করে।"[৩৩]

মুসনাদে আহমাদ ও আল মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন গ্রন্থদ্বয়ে আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন, তিনি বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ،

৩৩. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৩৮১। সনদ হাসান। অধ্যায় : ৪৫, দুআ। অনুচ্ছেদ : ৯, মুসলমানের দুআ কবুল হয়। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৪৮৭৯

وَإِمَّا أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُ السُّوءَ بِمِثْلِهَا »، قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «اللهُ أَكْثَرُ».

"কোনো বান্দা যখন গুনাহ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে দুআ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে (দুআর বিনিময়ে) তিনটি বিষয়ের যেকোনো একটি দান করেন।

১. দ্রুত তার দুআ কবুল করবেন।

২. আখিরাতে এর বিনিময় দান করবেন। অথবা

৩. দুআর সমপরিমাণ অকল্যাণ হতে তাকে নিরাপদ রাখবেন।

সাহাবায়ে কেরাম ﷺ আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যদি বেশি বেশি দুআ করি?' রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ ﷻ সবচেয়ে বেশি দিতে পারেন।'"[৩৪]

ইমাম তাবরানী তার মুজামুল আওসাত লিত-তাবরানী গ্রন্থে যে বর্ণনা এনেছেন তাতে বিপদমুক্তির পরিবর্তে গুনাহ মাফের কথা রয়েছে। বলা হয়েছে, 'إِمَّا أَنْ يَغْفِرَ لَهُ بِهَا ذَنْبًا قَدْ سَلَفَ' অথবা তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেবেন।[৩৫]

ইমাম তিরমিযি ﷺ তার সুনানে তিরমিযিতে উবাদাহ ইবনু সামিত ﷺ এর একই অর্থবিশিষ্ট হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৩৬]

---

৩৪. মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা : ২৯১৭০। গ্রন্থকার মূল গ্রন্থে উল্লেখিত মুসনাদে আহমাদ ও মুসতাদরাকু হাকিমের নাম উল্লেখ করে যে মতন তুলে ধরেছেন তা উভয় কিতাবের কোনোটিতেই নেই। এই মতন রয়েছে মুসান্নাফু ইবনে আবী শাইবাতে। উল্লেখিত গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا مَأْثَمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ دَعْوَتَهُ، أَوْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، أَوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهَا ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا نُكْثِرُ. قَالَ: «اللهُ أَكْثَرُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ

মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১১১৩৩; আল মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন : ১৮১৬, সনদ সহীহ।

৩৫. মুজামুল আওসাত লিত-তাবরানী : ৪/৩৩৭। হাদিস নং : ৪৩৬৮।

৩৬. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৩৭৫। সনদ হাসান সহীহ। অধ্যায় : ৪৫, দুআ। অনুচ্ছেদ : ১১৬, সুদিনের অপেক্ষা।

গুনাহগার বান্দার ক্ষমালাভের অন্যতম আরেকটি উপায় :

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও নিকট মাগফিরাতের আশা না করা।

গুনাহগার বান্দা সর্বাবস্থায় আল্লাহ ﷻ-এর রহমতের প্রতি আশাবাদী হয়ে কাকুতি-মিনতিসহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এটা খুবই জরুরি।

এক হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ ﷻ বলেন :

'أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي' "বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখে, আমি আমার বান্দার সাথে তেমন আচরণ করি।"[৩৭]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 'فَلَا تَظُنُّوا بِاللهِ إِلَّا خَيْرًا' 'অতএব তোমরা আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি ভালো ধারণা রেখো। অন্য কোনোরূপ ধারণা রেখো না।'[৩৮]

সাঈদ বিন জুবাইর ﵀-এর অনুরোধে আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵄ রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জবানে শোনা হাদিস বর্ণনা করেন,

يَأْتِي اللهُ تَعَالَى بِالْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَرِّبُهُ حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي حِجَابِهِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ، فَيَقُولُ لَهُ: اقْرَأْ [صَحِيفَتَكَ] ، فَيُعَرِّفُهُ ذَنْبًا ذَنْبًا: أَتَعْرِفُ أَتَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ نَعَمْ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ الْعَبْدُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، يَا عَبْدِي أَنْتَ فِي سِتْرِي مِنْ جَمِيعِ خَلْقِي، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْيَوْمَ أَحَدٌ يَطَّلِعُ عَلَى ذُنُوبِكَ غَيْرِي، اذْهَبْ فَقَدْ غَفَرْتُهَا لَكَ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ جَمِيعِ مَا أَتَيْتَنِي بِهِ، قَالَ: مَا هُوَ يَا رَبِّ؟ قَالَ: كُنْتَ لَا تَرْجُو الْعَفْوَ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِي

---

৩৭. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৭৪০৫। আবু হুরাইরা ﵁ হতে। অধ্যায় : ৯৭, তাওহীদ। অনুচ্ছেদ : ১৫, সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২৮ সম্পর্কিত।

৩৮. ইবনু আবিদ দুনিয়া প্রণীত হুসনুয যন্নি বিল্লাহ : ৯৬। হাদিস নং : ৮৪। আবু হুরাইরা ﵁ হতে। তবে অন্য কোনো বর্ণনায় তা পাওয়া যায় না। এর সমর্থনে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন : মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৬০১৬; সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদিস নং : ৬৩৩। ওয়াসিলা বিন আসকা ﵁ হতে। সনদ সহীহ।

"কিয়ামাতের দিন এক বান্দাকে আল্লাহ ﷻ-এর সামনে হাজির করা হবে। আল্লাহ ﷻ তাকে সকল সৃষ্টি হতে নিজের আড়ালে নিয়ে বলবেন, 'তোমার আমলনামা পড়ো'। সে পড়তে শুরু করবে। তিনি তার গুনাহসমূহ একে একে ধরিয়ে দেবেন। অতঃপর আল্লাহ ﷻ বলবেন, 'চিনতে পেরেছ?' সে বলবে, 'জি, হ্যাঁ, ইয়া রব, চিনতে পেরেছি।' এ কথা বলে সে ডানে-বামে তাকাতে থাকবে। তখন আল্লাহ ﷻ বলবেন, 'বান্দা, ভয়ের কিছু নেই, তুমি আমার গোপন ছায়ায় রয়েছো। আমার আর তোমার মাঝে গুনাহভর্তি এই আমলনামা দেখার মতো আর কেউ নেই। যাও, তোমার সবকিছু আমি একটি বিশেষ কারণে ক্ষমা করে দিলাম।' সে বলবে, 'হে আমার রব, তা কী?' আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কারও নিকট ক্ষমার আশা করোনি, তাই।'"[৩৯]

অতএব আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের দরবারে মাগফিরাতের আশায় হাত তোলার আগে তাঁর দয়া, মেহেরবানি ও ক্ষমার প্রতি সুধারণা পোষণ ও আশাবাদী হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবু যর গিফারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত বিখ্যাত হাদিসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ ﷻ বলেন :

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ، إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ،

"হে আমার বান্দাগণ, আমি জুলুমকে নিজের জন্য হারাম করেছি, আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি; অতএব তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম কোরো না।

৩৯. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১১৬২; দুররুল মানসূর : ৪/৪১৩, সূরা হুদের ১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। ইবনু রজব হাম্বলি ও জালালুদ্দীন সুয়ুতী رحمهما الله তাবরানী ও মজমাউজ জাওয়াইদের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদিসটি বর্ণনা করলেও গ্রন্থদ্বয়ে হুবহু এই বর্ণনাটি নেই। বিশেষ করে শেষের 'আশাবাদ' বিষয়ক বাক্যের সমার্থক কিছুও নেই। দেখুন, মজমাউজ জাওয়াইদ : ১১০৭৭। কাসিম বিন বাহরাম নামক বর্ণনাকারীর প্রতি মুহাদ্দিসগণের আপত্তি থাকার দরুন হাদিসটি দুর্বল। তাবরানী আওসাত : ৩৯১৫ ও ৬৯৭৫

হে আমার বান্দাগণ, আমি যাকে হিদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব।

হে আমার বান্দাগণ, আমি যাকে অন্ন দান করেছি, সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দান করব।

হে আমার বান্দাগণ, তোমরা সবাই বিবস্ত্র, সে ব্যতীত যাকে আমি কাপড় পরিয়েছি। সুতরাং আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করব।

হে আমার বান্দাগণ, তোমরা রাতদিন গুনাহ করছো, আর আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিই। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেবো।"[৪০]

বান্দার গুনাহের তুলনায় আল্লাহ ﷻ-এর ক্ষমা সীমাহীন

গ্রন্থের শুরুতেই আমরা যে হাদিসে কুদসী তুলে ধরেছি পাঠক তা ভুলে যাওয়ার কথা নয়। আল্লাহ ﷻ সেখানে বলেছেন :

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي،

"হে আদমসন্তান, তুমি যতদিন আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে তোমার দ্বারা যা কিছু (গুনাহ) হয়েছে আমি তা ক্ষমা করে দেবো।"

অর্থাৎ বান্দার গুনাহের আধিক্য আর মারাত্মক ভুলের পাহাড়ও আল্লাহ ﷻ-এর কাছে খুব বেশি বা ভারী কিছু নয়। তিনি চাইলে সবই মাফ করে দিতে পারেন।

সহীহ ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনায় আবু হুরাইরা رضي الله عنه রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন, তিনি বলেন,

---

৪০. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৫৭৭। অধ্যায় : ৪৫, সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তা রক্ষা ও শিষ্টাচার। অনুচ্ছেদ : ১৫, জুলুম হারাম।

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَى اللهِ شَيْءٌ

তোমাদের কেউ যখন দুআ করে তখন সে যেন দৃঢ় বিশ্বাস ও আশার সাথে দুআ করে। কেননা, আল্লাহ ﷻ-এর নিকট কোনোকিছুই কঠিন নয়।[৪১]

বান্দার গুনাহ যত বেশি হোক না কেন, আল্লাহ ﷻ-এর দয়া ও ক্ষমা তার চেয়ে বেশি এবং মহান। আল্লাহ ﷻ-এর মাগফিরাত ও রহমতের সাগরের সামনে বান্দার গুনাহ নগণ্য এক বিন্দু মাত্র।

মুসতাদরাকু হাকিমের এক বর্ণনায় জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَاذُنُوبَاهُ وَاذُنُوبَاهُ، فَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي». فَقَالَهَا ثُمَّ قَالَ: «عُدْ» فَعَادَ ثُمَّ، قَالَ: «عُدْ» فَعَادَ، فَقَالَ: «قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ»

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে বলতে লাগল, 'হায় আমার গুনাহ আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে!' এই কথা সে দুবার বা তিনবার বলল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি বলো, হে আল্লাহ, আপনার মাগফিরাত আমার গুনাহের চেয়ে বিস্তৃত। আপনার রহমত আমার কৃতকর্মের চেয়ে বেশি আশা জাগানিয়া।' লোকটি তা-ই বলল। রাসূল ﷺ বললেন, 'আবার বলো।' সে আবার বলল। রাসূল ﷺ বললেন, 'আবার বলো।' সে আবার বলল। এবার রাসূল ﷺ বললেন, 'এবার উঠে দাঁড়াও, আল্লাহ ﷻ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন।'[৪২]

কবি আবু নাওয়াস ﷺ (১৪৫-১৯৯ হি.) বলেন,

يَا كَبِيرَ الذَّنْبِ عَفْوُ اللَّهِ مِنْ ذَنْبِكَ أَكْبَرُ

---

৪১. সহীহ ইবনু হিব্বান : ৮৯৬। সনদ সহীহ। মুসলিম শরীফে সমার্থক হাদিস রয়েছে। হাদিস নং : ২৬৭৯

৪২. আল মুসতাদরাকু আলাস সহীহাইন লিল হাকিম : ১/৭২৮। হাদিস নং : ১৯৯৪। বর্ণনাকারীদের মধ্যে 'ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ বিন ফজল'-কে নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

শোনো গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত হে পাপের ভারবাহী,

গুনাহের চেয়ে আল্লাহ পাকের দয়ার পাল্লা ভারী।[৪৩]

কবি আবু নাওয়াসের ইন্তিকালের পর তার কবরফলকে পঙ্‌ক্তিটি খোদাই করে দেয়া হয়। তা পাঠ করে আবু মুসলিম আল কাতিব ﵀ (মৃত্যু : ৩৯৩ হি.) বলেন,

أَعْظَمُ الْأَشْيَاءِ فِي جَنْبِ عَفْوِ اللهِ يَصْغُرُ

আল্লাহ্ পাকের দয়ার সাগরকোলে, পাপের পাহাড় বিন্দু হয়ে দোলে।[৪৪]

কবি আবু নাওয়াস ﵀ আরও বলেন,

يَا رِبِّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً ... فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ

إِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ ... فَمَنِ الَّذِي يَرْجُو وَيَدْعُو الْمُجْرِمُ

مَا لِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ إِلَّا الرَّجَا ... وَجَمِيلُ عَفْوِكَ ثُمَّ إِنِّي مُسْلِمُ

ইয়া রব, মাথার পরে গুনাহের বোঝা নিয়ে আমি হাজির

আপনার সুমহান দয়া ও ক্ষমার বয়ান শুনে আমি আশাবাদী।

এ দুয়ার কি শুধুই পুণ্যের রাজপথে পথ চলা সওয়ারির?

তবে মিলবে কোথা দীনহীন এ অপরাধীর আশ্রয়খানি?

দিন শেষে রিক্ত হস্তে হাজির হয়েছে তোমার বান্দা

অবনত শিরে হয়েছি আপনার মহান দয়ার ভিখারি ।[৪৫]

---

৪৩. আব্বাস মাহমূদ আক্কাদ সম্পাদিত ও হিন্দাওয়া প্রকাশনী হতে প্রকাশিত আবু নাওয়াস : ১৩৮

৪৪. তারীখে বাগদাদ : ৭/৪৫৮; আল জালিসুস সালিহুল কাফী ওয়াল আনীসুন নাসিহুশ শাফী : ১/৯৯

৪৫. আব্বাস মাহমূদ আক্কাদ সম্পাদিত ও হিন্দাওয়া প্রকাশনী হতে প্রকাশিত আবু নাওয়াস : ১৪৩। তবে এখানে পুরো ৩ লাইন নেই। পুরোটা রয়েছে কাশফুল খাফা : ২/৭২ তে। সিলসিলাতু আলামিল উদাবা ওয়াশ শুআরা : ১৮, আবু নাওয়াস পর্ব, পৃষ্ঠা : ৮৩

মাগফিরাত লাভের দ্বিতীয় উপায় :
বেশি বেশি ইসতিগফার অর্থাৎ ক্ষমা চাওয়া

গুনাহ অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে কিংবা মারাত্মক ও ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ করেছি ইত্যাদি সাতপাঁচ ভেবে হতাশায় মুষড়ে না পড়ে গাফুরুর রহীম আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে ক্ষমার ভিখারি হয়ে বারবার ইসতিগফার করতে হবে।

আনাস বিন মালিক ﵁ রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন, তিনি বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَمْلَأَ خَطَايَاكُمْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتُمُ اللهَ لَغَفَرَ لَكُمْ

ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। তোমরা যদি গুনাহ করে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করেও রাখো আর তাওবা করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ﷻ তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন।[৪৬]

ইসতিগফার ও মাগফিরাতের অর্থ

ইসতিগফার অর্থ ক্ষমা চাওয়া। আর প্রকৃত ক্ষমা বা মাগফিরাত হলো অপরাধীর কীর্তিকলাপ গোপন রাখার পাশাপাশি তাকে তার অপরাধের মন্দ পরিণাম হতে মুক্তি দেওয়া। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে ইসতিগফারের আলোচনা রয়েছে। কোনো কোনো আয়াতে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ইসতিগফারের নির্দেশ দান করেছেন। যেমন, আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَاسْتَغْفِرُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“আর আল্লাহর কাছেই মাগফিরাত কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়।”[৪৭]

---

৪৬. মুসনাদে আহমাদ : ২১/১৪৬, হাদিস নং : ১৩৪৯৩। সনদ সহীহ লিগাইরিহি।

৪৭. সূরা বাকারা, ২ : ১৯৯

আরেক আয়াতে তিনি বলেন :

وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ

"আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো।"[৪৮]

অন্যত্র আল্লাহ ﷻ ইসতিগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থী বান্দার প্রশংসা করে বলেন :

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ

"এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।"[৪৯]

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করতো।"[৫০]

অন্য এক আয়াতে বলেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ

"তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"[৫১]

ইসতিগফারের নির্দেশ এবং ইসতিগফারে মগ্ন বান্দার প্রশংসার পাশাপাশি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এ কথাও বলে রেখেছেন যে, ক্ষমাপ্রার্থী বান্দাকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল-করুণাময় হিসেবে পাবে।"[৫২]

---

৪৮. সূরা হুদ, ১১ : ৩
৪৯. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৭
৫০. সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৮
৫১. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৩৫
৫২. সূরা নিসা, ৪ : ১১০

ইসতিগফার ও তাওবা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাওবার আলোচনায় ইসতিগফারকে জুড়ে দেওয়া হয়। মূলত ইসতিগফার হলো আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে মৌখিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

আর তাওবা হলো আন্তরিক অনুশোচনা থেকে সামগ্রিকভাবে গুনাহ থেকে বিরত থাকা। গুনাহ ছেড়ে গুনাহমুক্ত জীবনের দিকে ফিরে আসা।

ক্ষেত্রবিশেষে ইসতিগফার ও মাগফিরাত দ্বারা তাওবা বোঝানো হয়। কুরআন-হাদিসসহ আরও বিভিন্ন বর্ণনায় এর প্রমাণও পাওয়া যায়।

তাই কেউ যদি বলে, 'ইসতিগফার দ্বারা মূলত তাওবা বোঝানো হয়েছে, তবে তা যেমন মেনে নিতে হবে। তেমনিভাবে এ কথাও বলা যেতে পারে যে, ইসতিগফার-বিষয়ক এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যা থেকে শুধু মৌখিকভাবে ক্ষমা চাওয়াই বোঝা যায়। অন্য কোনো ব্যাপারে সেখানে চাপাচাপির অবকাশ নেই। যেমন : সূরা আলি ইমরানে বর্ণিত আয়াতটির দিকে লক্ষ করা যেতে পারে। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ক্ষমাপ্রার্থনাকারীকে ক্ষমা করে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এর সাথে অন্য কিছু জুড়ে দেননি।

এ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের প্রমাণের ভিত্তিতে ইসতিগফার একটি স্বতন্ত্র আমল বলে প্রমাণিত হয়।

কেউ যখন বলে, 'اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي' 'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন'। তখন অন্যান্য দুআর মতোই একটি দুআ। আল্লাহ ﷻ চাইলে তার ডাকে সাড়া দেবেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

তবে হ্যাঁ, বান্দা যদি গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ভাঙা মন নিয়ে একাগ্রচিত্তে এবং কোনো এক সময় কবুল হওয়ার আশা নিয়ে শেষরাতে বা প্রতি নামাজের পর নিয়মিত দুআ করতে থাকে, তবে তো তা বিশেষ কিছুই বলতে হয়।

লুকমান হাকীম ﵀ তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

يَا بُنِيَّ عَوِّدْ لِسَانَكَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَإِنَّ لِلَّهِ سَاعَاتٍ لَا يَرُدُّ فِيهَا سَائِلً

“বেটা, জবানে সব সময় ‘اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي’ ‘হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন’ দুআ করতে থাকবে। কেননা, আল্লাহ ﷻ-এর এমন কিছু সময় রয়েছে যখন তিনি কাউকে ফিরিয়ে দেন না।”[৫৩]

হাসান বসরী ﵀ বলেন,

أَكْثِرُوا مِنَ الِاسْتِغْفَارِ فِي بُيُوتِكُمْ، وَعَلَى مَوَائِدِكُمْ، وَفِي طُرُقِكُمْ، وَفِي أَسْوَاقِكُمْ، وَفِي مَجَالِسِكُمْ، أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَإِنَّكُمْ مَا تَدْرُونَ مَتَى تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةُ

“তোমরা ঘরে, খাবারের দস্তরখানে, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে এবং বৈঠকে-মজলিসে যেখানেই থাকো বেশি বেশি ইসতিগফার পাঠ করো। কেননা, কারও জানা নেই, মাগফিরাত কখন অবতীর্ণ হবে।”[৫৪]

আবু হুরাইরা ﵁ রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ নকল করেন, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ مُسْتَلْقٍ إِذْ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَإِلَى النُّجُومِ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ لَكِ رَبًّا خَالِقًا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَغَفَرَ لَهُ

কোনো ব্যক্তি পথ চলতে গিয়ে আকাশ ও তারকারাজি দেখে। তখন সে যদি বলে, ‘আমি জানি তোমার একজন প্রতিপালক রয়েছেন, হে আল্লাহ, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন।’ আল্লাহ ﷻ তাকে ক্ষমা করে দেন।[৫৫]

৫৩. হুসনুয যন্নি বিল্লাহ : ১/১১১, বর্ণনা নং : ১১৯
৫৪. আত তাওবাতু লি ইবনি আবিদ দুনিয়া : ১/১২৫, বর্ণনা নং : ১৫৮
৫৫. হুসনুয যন্নি বিল্লাহ : ১/১০৩, বর্ণনা নং : ১০৭; তাফসীরে কুরতুবী : ৪/৩১৪, সূরা আলে ইমরানের ১৯১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়। ইবনুল হাজার আসকালানী ﵀-এর মতে হাদিসে অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে। আল কাফিউশ শাফ : ৩৬, হাদিস নং : ৩০৩

মুওয়াররিক ﷺ বলেন,

كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ، وَإِنَّهُ خَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ فَجَمَعَ تُرَابًا فَاضْطَجَعَ عَلَيْهِ مُسْتَلْقِيًا فَقَالَ: يَا رَبِّ، اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَيَعْرِفُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ وَيُعَذِّبُ فَغَفَرَ لَهُ

"জনৈক ব্যক্তি সব সময় গুনাহে লিপ্ত থাকত। একদিন সে খোলা ময়দানে বেরিয়ে এসে কিছু মাটি জমা করল। অতঃপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে চলতে চলতে বলতে লাগল, হে আমার রব, আমার গুনাহ মাফ করে দিন। আল্লাহ তাআলা বললেন, 'সে জানে, তার একজন প্রতিপালক আছেন যিনি ক্ষমা করতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।'"[৫৬]

মুগীছ বিন সুমাই ﷺ বলেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ خَبِيثٌ، فَتَذَكَّرَ يَوْمًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ غُفْرَانَكَ، اللَّهُمَّ غُفْرَانَكَ، اللَّهُمَّ غُفْرَانَكَ، ثُمَّ مَاتَ فَغُفِرَ لَهُ

"খুবই মন্দ প্রকৃতির এক লোক ছিল। একদিন সে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করল। বলতে লাগল, হে আল্লাহ, ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, ক্ষমা করে দিন। এভাবে বলতে বলতে সে মারা গেল। অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।"[৫৭]

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত এক হাদিসে উপর্যুক্ত হাদিস দুটির সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا ، فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ. فَاغْفِرْ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ آخَرَ، فَاغْفِرْهُ؟ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي

৫৬. হুসনুয যন্নি বিল্লাহ : ১/১০৩, বর্ণনা নং : ১০৮
৫৭. হুসনুয যন্নি বিল্লাহ : ১/১০৪, বর্ণনা নং : ১০৯

أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، قَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ آخَرَ، فَاغْفِرْهُ لِي، فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلَاثًا، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ

"এক বান্দা গুনাহ করল। তারপর সে বলল, হে আমার রব, আমি তো গুনাহ করে ফেলেছি। তাই আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। তার প্রতিপালক বললেন, আমার বান্দা কি এ কথা জেনেছে যে, তার রয়েছে একজন রব—যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমার বান্দাকে আমি মাফ করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী কিছুকাল অবস্থান করল এবং সে আবার গুনাহ করে বসল। বান্দা আবার বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমি তো আবার গুনাহ করে বসেছি। আমার এ গুনাহ মাফ করে দিন। তখন আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার আছে একজন রব—যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। এরপর সে বান্দা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল সে অবস্থায় থাকল। আবারও সে গুনাহতে জড়িয়ে গেল। সে বলল, হে আমার রব, আমি তো আরও একটি গুনাহ করে ফেলেছি। আমার এ গুনাহ মাফ করে দিন। তখন আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা কি জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন—যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন। আমি আমার এ বান্দাকে মাফ করে দিলাম। এ রকম তিনবার বলে বললেন, "এখন সে যা ইচ্ছা করুক"।"[৫৮]

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে 'اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ' "তোমার যা ইচ্ছা করো, তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম"।[৫৯]

অর্থাৎ গুনাহ হওয়ার সাথে সাথেই ইসতিগফার পাঠ করা চাই। সর্বদা এ বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি। আর বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইসতিগফারের সাথে অন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

---

৫৮. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৭৫০৭। অধ্যায় : ৯৭, তাওহীদ। অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : "তারা আল্লাহর ওয়াদাকে বদলে দিতে চায়।"-সূরা আল ফাতহ, ৪৮ : ১৫। হাদিসটিতে বর্ণনাকারী একই অর্থবিশিষ্ট দু-ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে এক শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৯. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৭৫৮। অধ্যায় : ৪৯, তাওবা। অনুচ্ছেদ : ৫, বারবার গুনাহ করলেও তাওবা করা।

যেমন : আবু বকর ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةٍ

"যে ব্যক্তি ইসতিগফার পাঠ করে সে বারবার গুনাহকারী বান্দা বলে গণ্য হবে না। এমনকি দিনে সত্তরবার (গুনাহ ও ইসতিগফার) করলেও না।"[৬০]

কখনো কখনো ইসতিগফারও দুআ কবুলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়

অন্তরে গুনাহ পুষে রেখে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুখে ইসতিগফার পাঠ করা একটি স্বতন্ত্র আমল। আল্লাহ চাইলে মাফ করবেন। না চাইলে ফিরিয়েও দিতে পারেন। তবে কখনো কখনো মনের মধ্যে গুনাহের আগ্রহ পুষে রেখে অনিচ্ছায় বা অন্যের চাপাচাপিতে মুখে ইসতিগফার পাঠে হিতে বিপরীত হতে পারে।

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস ﷺ রাসূল ﷺ-এর হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজেদের অপকর্ম সম্পর্কে জেনেও বারংবার তা করে যাচ্ছে।"[৬১]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ রাসূল ﷺ-এর হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنْ ذَنْبٍ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ

গুনাহ হতে তাওবাকারী ব্যক্তি এমন, যেন তার কোনো গুনাহই নেই। আর গুনাহে লিপ্ত থেকে ইসতিগফার পাঠকারী যেন তার প্রতিপালকের সাথে উপহাস করছে।[৬২]

৬০. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৫৫৯। অধ্যায় : ৪৫, দুআ। অনুচ্ছেদ : ১০৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ১৫১৪। অধ্যায় : ২, নামায। অনুচ্ছেদ : ৩৬১, ইসতিগফার। সনদ দুর্বল।

৬১. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ৬৫৪১। সনদ হাসান।

৬২. আত তাওবাতু লি ইবনি আবিদ দুনিয়া : ১/৮৬, বর্ণনা নং : ৮৫; আত তাওবাতু লি ইবনি আসাকির :

ইমাম যাহহাক ﷺ বলেন, 'তিন ব্যক্তির দুআ কবুল হয় না। তন্মধ্যে একজন হলো সেই ব্যক্তি, যে কোনো নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকে। প্রতিবার নিজের দুষ্কর্ম চরিতার্থ করার পর সে আল্লাহ ﷻ-এর নিকট ক্ষমা চেয়ে বলে, 'হে আল্লাহ, অমুক নারীর সাথে আমি যা করেছি তা মাফ করে দিন'।

তখন আল্লাহ ﷻ বলেন, 'তুমি সেই নারীর আশেপাশে ঘুরঘুর করবে আর আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো? যতক্ষণ তুমি এই অপকর্মে লিপ্ত থাকবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব না।'

আরেকজন হলো সেই ব্যক্তি, যে মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে দখল করে। সে যখন দুআ করে তখন বলে, 'হে আমার রব, আমি যে অমুকের সম্পদ গ্রাস করেছি তা মাফ করে দিন।'

আল্লাহ ﷻ বলেন, 'তুমি আগে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দাও। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। তা না হলে ক্ষমা করব না।'

পরিপূর্ণ ও মাকবুল ইসতিগফারের স্বরূপ

আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে কবুল হওয়ার মতো ইসতিগফার করতে হলে অন্তরের অন্তস্থল থেকে করতে হবে। মন গুনাহে ডুবিয়ে রেখে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুখে মুখে তাওবা-ইসতিগফার কতটুকু কাজে দেবে তা আল্লাহই ভালো জানেন।

তেমনিভাবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, জোর করে তাওবা করা বা করানো যায় না। আমাদের দেশে অনেকে আলেম বা দীনদার ব্যক্তির মাধ্যমে তাওবা পাঠ করে থাকেন। এ ধরনের তাওবা আসলে কতটুকু কার্যকর তা ভাবার বিষয়।

বান্দা যখন 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ' 'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি' বলে তখন সে মাগফিরাত কামনা করে। এটা 'اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي' 'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন' বলার মতোই। অর্থাৎ শব্দ ও শব্দার্থে পার্থক্য থাকলেও মূল উদ্দেশ্য এক। ক্ষমাপ্রার্থনা।

১/৪১, হাদিস নং : ৯। সাঈদ আল হিমসীর কারণে হাদিসটি দুর্বল। হাদিসটির মারফু সনদ পরিত্যাজ্য। তবে মাওকুফ সনদ গ্রহণ করা যেতে পারে।

আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে কবুল হওয়ার মতো ইসতিগফার করার জন্য অন্তরে গুনাহের প্রতি অনুতাপ ও তা পরিত্যাগের সংকল্প তৈরি হওয়া চাই। তা না করে শুধু মুখে বারবার ইসতিগফার পাঠ পরিপূর্ণ তাওবা বা ইসতিগফার বলে গণ্য হবে না।

অন্তরের অন্তস্থল হতে যারা ইসতিগফার করেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে তাদের প্রশংসা করেছেন এবং ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সুফিসাধক আরিফীনদের কেউ কেউ বলেন,

مَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَرَةُ اسْتِغْفَارِهِ تَصْحِيحَ تَوْبَتِهِ، فَهُوَ كَاذِبٌ فِي اسْتِغْفَارِهِ

"যার ইসতিগফার তাকে তাওবার সঠিক পথ দেখাতে পারে না, তার ইসতিগফার মিথ্যা।"

আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'আমাদের ইসতিগফারের যা অবস্থা, তাতে এমন ইসতিগফার থেকে বেঁচে থাকতে বেশি বেশি ইসতিগফার করা উচিত!'

অনেক আল্লাহওয়ালাকে বলতে শুনেছি,

أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ أَسْتَغْفِرُ اللهَ ... مِنْ لَفْظَةٍ بَدَرَتْ خَالَفْتُ مَعْنَاهَا

وَكَيْفَ أَرْجُو إِجَابَاتِ الدُّعَاءِ وَقَدْ ... سَدَدْتُ بِالذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ مَجْرَاهَا

ক্ষমা চাই আমি দরবারে খোদার এমন ক্ষমাপ্রার্থনা হতে

যার আবেদন জিভেই রয়, কর্মে নিরেট ফাঁকি!

কিসের আশায় তার ভরসায় থাকতে পারি বলো

ক্ষমা চেয়ে ফের গুনাহ নিয়ে নিত্য পড়ে থাকি![৬৩]

৬৩. তাফসীরে ইবনে রজব হাম্বলি : ১/১৫২,১৫৩।

ইসতিগফারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হলো মন থেকে গুনাহের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা মুছে ফেলে খাঁটি মনে ইসতিগফার পাঠ করা। তখন একে বলা হবে তাওবাতুন নাসূহা। আর যদি অন্তর হতে গুনাহের ইচ্ছা বের না করে শুধু মুখে ইসতিগফার পাঠ করে, তাহলে সেটা হবে সাধারণ ক্ষমাপ্রার্থনা। যেমন : আমরা বলে থাকি 'আল্লাহুম্মাগফির লি'। এটা সাধারণ সাওয়াবের কাজ। এ ক্ষেত্রে দুআ কবুলের আশা করা যেতে পারে।

এখন কথা হলো, কেউ যদি মিথ্যা তাওবা করে অর্থাৎ গুনাহমুক্ত জীবনযাপনের সংকল্প ছাড়াই জবানে তাওবা ও ইসতিগফার করে, তবে তা তাওবা বলে গণ্য হবে না। অধিকাংশ সাধারণ মানুষই মনে করে তাওবা কোনোরকম করলে বা করিয়ে দিলেই হলো। কিন্তু সত্য ও সঠিক কথা হলো, জোর করে কাউকে তাওবা করানো যায় না। নিজেও করা যায় না।

একই সাথে তাওবা ও ইসতিগফার পাঠ করার বিধান

বান্দা যখন দুআ করতে গিয়ে বলে, 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' 'আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করি'। তখন তার এই দুআর দুটি অর্থ দাঁড়ায়।

এক. এই কথা সে তার মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলেছে। মন গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করেনি, কিন্তু সে মুখে বলে বসে আছে। তাহলে দুআকারী ব্যক্তি একজন মিথ্যুক। তার 'وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' 'এবং তারই প্রতি ফিরে আসি' বাক্যটি মিথ্যা। কেননা, প্রকৃত অর্থে সে তাওবা করেনি। তাই এ ধরনের দুআর পর নিজেকে তাওবাকারী হিসেবে দাবি করা জায়িয হবে না। সে এখনো তাওবাকারী হতে পারেনি।

দুই. অন্তর হতে গুনাহ ত্যাগের সংকল্প নিয়ে সে এই কথা বলেছে।

যদি তা-ই হয়, তবে এ নিয়েও উলামায়ে আসলাফের মতবিরোধ রয়েছে।

পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্য হতে কেউ কেউ একে মাকরূহ বলেছেন।

ইমাম আবু হানীফা رحمه الله এবং তাঁর সঙ্গীগণ এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম তহাবী رحمه الله তা বর্ণনা করেছেন।

অনুবাদকের কথা : গ্রন্থকার ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি رحمه الله এখানে ইমাম তহাবী رحمه الله-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আবু হানীফা رحمه الله ও তাঁর সঙ্গীগণের কথা বলেছেন। কিন্তু উল্লেখিত বক্তব্যটি ইমাম আবু হানীফা رحمه الله এর সমকালীন ও তাঁর শিষ্যদের কারও থেকে প্রমাণিত নয়। বক্তব্যটি মূলত মিসরীয় হানাফী ইমাম ইবনু আবী ইমরান رحمه الله-এর।[৬৪] তার মতে 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' বলা মাকরূহ। এভাবে না বলে বরং 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ' 'আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তার নিকট ফিরে আসার আকুতি জানাচ্ছি' বলা উত্তম। ইমাম তহাবী رحمه الله বলেন, 'আমি নিজের মতাদর্শের অনেককেই ব্যাপারটি সমর্থন করে 'আসতাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি' বলা মাকরূহ মনে করতে দেখেছি। এ ব্যাপারে তাদের মন্তব্য হলো, 'তাওবা হলো গুনাহ ছেড়ে দেওয়া এবং পুনরায় গুনাহ করা থেকে বিরত থাকা। বান্দা যখন 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' বলে তখন সে আল্লাহ তাআলার সাথে এই ওয়াদা করে বসে। অথচ অধিকাংশ তাওবাকারীই বিষয়টার প্রতি খেয়াল রাখে না। এতে করে সে আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে বসে। যা খুবই মারাত্মক।

এর চেয়ে বরং 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ' 'আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তার নিকট ফিরে আসার আকুতি জানাচ্ছি' বলা উত্তম।'[৬৫]

এখানে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হলো, কোনো হানাফী আলেম বা ইমামের মতে ইসতিগফার ও তাওবা একসাথে করা মাকরূহ নয়। হানাফী মাজহাবের বিভিন্ন উসূল, ফিকাহ বা ফাতওয়ার কিতাবে আপনি এর প্রমাণ পাবেন।

---

৬৪. মূল নাম আবু জাফর আহমাদ বিন আবী ইমরান মূসা বিন ঈসা আল বাগদাদী। তিনি হিজরি দ্বিতীয় শতকের একদম শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিসরে স্থায়ী হন। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ رحمه الله-এর শিষ্যগণের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। ইমাম তহাবী رحمه الله তার সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তিনি ২৮০ হিজরির দিকে ইনতিকাল করেন। সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৩/৩৩৪-৩৩৫, ব্যক্তি নং : ১৫৩

৬৫. শরহু মাআনিল আছার : ৪/২৮৮। অধ্যায় : মাকরূহ। অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' বলে।

যেমন : ইহরাম পরা ব্যক্তির শিকার করা প্রাণীর গোশত অন্য কোনো ইহরাম পরা বা হালাল ব্যক্তি খেলে তার করণীয় সম্পর্কে ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে ইমাম তহাবী ﷬-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا الِاسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ بِالْإِجْمَاعِ' 'সর্বসম্মতভাবে তার জন্য ইসতিগফার ও তাওবা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই'।[৬৬]

দ্বিতীয় কথা হলো, ইবনু আবি ইমরান ﷬ সহ দ্বিতীয় প্রজন্মের যে সকল হানাফী আলেম ইসতিগফার ও তাওবা একসাথে করার ক্ষেত্রে তাওবার শব্দচয়ন নিয়ে আপত্তি প্রকাশ করেছেন, তাদের কথার স্বপক্ষে দলিল রয়েছে।

গ্রন্থকার ইবনু রজব হাম্বলি ﷬ নিজেই তা তুলে ধরেছেন। প্রখ্যাত তাবেঈ রবী বিন খুছাইম ﷬ বলেন,

لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَكُونُ كَذِبُهُ، وَيَكُونُ ذَنْبًا، وَلَكِنْ لِيَقُلِ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ

তোমাদের কেউ যেন 'إِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' না বলে। কেননা, এ কথা বলার পর সে হয়তো আবার গুনাহ করবে এবং নিজের কথায় নিজেই মিথ্যুক প্রমাণিত হবে। আর এতে তার গুনাহও হবে। তার চেয়ে বরং সে এ কথা বলতে পারে, 'اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ' 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ দিন'।[৬৭]

হিজরি দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত সাধক মুহাম্মাদ বিন সূকাহ ﷬ তার ইসতিগফারে নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করতেন,

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُهُ تَوْبَةً نَصُوحًا

আমি মহান আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত আর

৬৬. ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া : ১/২৫২। অধ্যায় : কিতাবুল মানাসিক হজ্জ। অনুচ্ছেদ : ০৯, শিকার-বিষয়ক।
৬৭. শরহু মাআনিল আছার : ৪/২৮৮, বর্ণনা নং : ৬৯৪৮। ইবনু রজব হাম্বলি ﷬-এর বর্ণনায় শব্দের সামান্য ভিন্নতা রয়েছে। এখানে শরহু মাআনিল আছারের মতন তুলে ধরা হয়েছে।

কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সকল কিছুর ধারক। এবং আমি পরিপূর্ণরূপে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনের তাওফীক কামনা করছি।[৬৮]

সাহাবী হুযাইফাতুল ইয়ামান ﵁ বলেন,

بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخْشَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يَقُولَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَعُودُ ثُمَّ يَعُودُ

"একজন মানুষের আলেম হওয়ার জন্য আল্লাহ ﷻ-এর ভয়ই যথেষ্ট। আর মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' 'আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করি' বলে পুনরায় গুনাহ করাই যথেষ্ট।"[৬৯]

মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর ﵀ একবার এক লোককে 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' 'আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করি' বলতে শুনে বিরক্ত হলেন। তিনি তাকে বললেন, 'তোমার এরূপ বলা ঠিক না।'[৭০]

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি ইসতিগফারের সাথে 'وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' বাক্য দ্বারা তাওবা করা অপছন্দ করতেন। কেননা, পরিপূর্ণ তাওবার উদ্দেশ্য হলো পুনরায় গুনাহ না করা। পরবর্তীকালে আর কখনোই গুনাহ না করা। এ ধরনের সংকল্পের পরও যারা গুনাহ করে, তারা নিজেদের কথায় মিথ্যাবাদী হয়ে যায়।

মুহাম্মাদ বিন কাব আল কুরাযী ﵀-এর নিকট গুনাহ না করার ওয়াদা করে পুনরায় গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'তার চেয়ে মারাত্মক গুনাহগার আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ ﷻ-এর সাথে

---

৬৮. শেষোক্ত 'নাসূহা' শব্দটি বাদ দিয়ে ইয়াহইয়াই উলুমিদ্দীন গ্রন্থে হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে দুআটি রয়েছে। দ্রষ্টব্য : তাখরীজু ইয়াহইয়াই উলুমিদ্দীন ইরাকী : ২/৮৫৪, হাদিস নং : ১১০১। মুআজ বিন জাবাল ﵁ হতে। সনদ দুর্বল।

৬৯. আল ইলমু লি যুহাইর বিন হারব : ১/৯, বর্ণনা নং : ১৪। সুলাইম নামক বর্ণনাকারীর পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

৭০. আল বয়ানু ওয়াত তাবয়ীন, আবু উসমান আমর ইবনুল বাহর জাহিয আল কিনানী (১৫৯-২৫৫ হি.) : ৩/২৭২। মূল গ্রন্থে রাগ বা বিরক্তির কথা নেই। সেখানে বলা হয়েছে, 'তিনি তার হাত ধরে কথাটি বলেছেন।'

ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে?' ইমাম ইবনুল জাওযী ﷺ তার এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুফইয়ান বিন উআইনাহ ﷺ হতেও এই মত বর্ণিত রয়েছে।

তবে জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে ইসতিগফারের সাথে 'وَأَتُوبُ إِلَيْه' বাক্যে তাওবা করা জায়েয। বান্দা যখন এই বাক্য বা অন্য কোনো বাক্য দ্বারা আল্লাহ ﷻ-এর সাথে এই ওয়াদা করে যে, সে আর কোনো গুনাহ করবে না। তখন এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে ওয়াদা ভঙ্গ করার পরও ফিরে আসার পথ উন্মুক্ত রয়ে যায়। রহমান, রহীম ও গাফফার রবের দুয়ার খোলা থাকে। ইতিপূর্বে আমরা আবু বকর ﷺ-এর পক্ষ হতে হাদিস জেনেছি, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

"যে ব্যক্তি ইসতিগফার পাঠ করে, সে বারবার গুনাহকারী বান্দা বলে গণ্য হবে না। এমনকি দিনে সত্তরবার গুনাহ ও ইসতিগফার করলেও না।"[৭১]

বারবার গুনাহ করে তাওবা-ইসতিগফারকারীকেও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন এবং সুযোগ দেন। পূর্বের এক হাদিসে আমরা পড়েছি,

غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلَاثًا، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ

"(পরপর তিনবার গুনাহ করে তাওবা করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন) আমি আমার এ বান্দাকে মাফ করে দিলাম। এ রকম তিনবার বলে বলেন, 'এখন সে যা ইচ্ছা করুক'।"[৭২]

মজলিসের কাফফারা-বিষয়ক হাদিসসমূহে তাওবা ও ইসতিগফারের উল্লেখিত বাক্যদ্বয় একসাথে রয়েছে। সুনানে আবু দাউদের এক হাদিসে আবু বারজাহ আসলামী ﷺ বলেন,

---

৭১. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৫৫৯। অধ্যায় : ৪৫, দুআ। অনুচ্ছেদ : ১০৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ১৫১৪। অধ্যায় : ২, নামায। অনুচ্ছেদ : ৩৬১, ইসতিগফার। সনদ দুর্বল।

৭২. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৭৫০৭। অধ্যায় : ৯৭, তাওহীদ। অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তারা আল্লাহর ওয়াদাকে বদলে দিতে চায়।-সূরা আল ফাতহ, ৪৮ : ১৫। হাদিসটিতে বর্ণনাকারী একই অর্থবিশিষ্ট দু-ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে এক শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى، فَقَالَ: «كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ

"রাসূল ﷺ যখন কোনো মজলিস শেষ করে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন, 'سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ' এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এখন আপনি যে বাক্য পড়লেন তা তো আগে কখনো আপনি পাঠ করেননি? তিনি বললেন, মজলিসে যা কিছু (ভুলত্রুটি) হয়ে থাকে এ কথাগুলো তার কাফফারা।"[৭৩]

সুনানে আবু দাউদের আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'চুরির দায়ে জনৈক ব্যক্তির হাত কেটে দেয়া হয়। এরপর রাসূল ﷺ তাকে বলেন,

اسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ» عَلَيْهِ» ثَلَاثًا

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর নিকট তাওবা করো। সে বলল, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবা করছি। অতঃপর তিনি তিনবার বলেন, হে আল্লাহ, তুমি তার তাওবা কবুল করো।[৭৪]

৭৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪৮৫৯। সনদ সহীহ। অধ্যায় :৩৬, শিষ্টাচার। অনুচ্ছেদ : ৩২, মজলিসের কাফফারা।

৭৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪৩৮০। আবু উমাইয়া মাখজূমী 🕮 হতে। শুআইব আরনাউত 🕮-এর মতে সনদ সহীহ লিগাইরিহি। অধ্যায় :৩৩, অপরাধ ও দণ্ড। অনুচ্ছেদ : ৩২, দণ্ড প্রয়োগের সময় যে কথা বলতে বলা হয়।

ইসতিগফারের সাথে তাওবার বাক্য 'وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' যুক্ত করা

আসলাফ তথা পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম ও দীনের সাধকগণের একটি বড় অংশ ইসতিগফার ও তাওবা একসাথে করতে পছন্দ করতেন। তারা 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' 'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবা করছি' বলা পছন্দ করতেন।

বর্ণিত আছে যে, উমর ﵁ এক ব্যক্তিকে 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' 'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবা করছি' দুআ করতে শুনে বললেন, 'আরে বোকা! তুমি এভাবে বলো,

'تَوْبَةَ مَنْ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا'

'এমন ব্যক্তির তাওবা, যে নিজের মালিক নিজে নয়। তার ভালো মন্দের মালিক সে নয়। এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মালিকও সে নয়'।[৭৫]

ইমাম আব্দুর রহমান আল আওযাঈ ﵀-এর নিকট প্রশ্ন করা হলো, "এই দুআ করা যাবে কি?

'أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ'

'মহান আল্লাহ তাআলার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং আমি তাঁর কাছে তাওবা করি।'[৭৬]

তিনি বললেন, এ তো খুবই ভালো। তবে দুআকারী এভাবেও বলতে পারে, 'رَبِّ اغْفِرْ لِي' 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন'। ইসতিগফার পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এভাবেই দুআ করবে।"[৭৭]

---

৭৫. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২/৪১২। সূরা ফুরকানের ৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে এ কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। (শামেলা)

৭৬. দুআটি তিরমিযির হাদিসে রয়েছে। হাদিস নং : ৩৫৭৭। যায়িদ ﵁ হতে। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ৪৫, দুআ। অনুচ্ছেদ : ১১৮, মেহমানের দুআ।

৭৭. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২/৪১২

ইসতিগফারের উত্তম পদ্ধতি

ইসতিগফার করার উত্তম পদ্ধতি হলো :

১. আল্লাহ ﷻ-এর যাত ও সিফাতের শানে হামদ ও ছানা পাঠ করা।

২. নিজের গুনাহের কথা উল্লেখ করা।

৩. আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে মাগফিরাত কামনা করা।

ওপরের তিনটি মূলনীতি শাদ্দাদ বিন আউস ؓ বর্ণিত 'সাইয়্যিদুল ইসতিগফার' বিষয়ক হাদিসে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ

"সাইয়্যিদুল ইসতিগফার হলো এ দুআ পড়া, 'হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য আপনার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের ওপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি আমার প্রতি যে নিআমাত দিয়েছেন তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। আপনি আমাকে মাফ করে দিন। কারণ, আপনি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না।' যে ব্যক্তি দিনের (সকাল) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইসতিগফার পাঠ করবে আর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতের (প্রথম) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দুআ পাঠ করবে আর ভোর হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে।"[৭৮]

---

৭৮. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৬৩০৬। অধ্যায় : ৮০, দুআ। অনুচ্ছেদ : ২, উত্তম ইসতিগফার।

বুখারী ও মুসলিমসহ হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বলেন, আবু বকর বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি নামাযে দুআ করব।'

রাসূল বললেন, আপনি এই দুআ পড়ুন,

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ

"হে আল্লাহ, আমি আমার নফসের ওপর অত্যধিক যুলুম করেছি। অথচ আপনি ছাড়া আমার গুনাহসমূহ মাফ করার কেউই নেই। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াবান।"[৭৯]

হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন দুআয় ইসতিগফার করার জন্য আরও বিভিন্ন পদ্ধতি উঠে এসেছে। তিরমিযি ও আবু দাউদের এক হাদিসে রাসূল বলেছেন,

مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ

"যে লোক বলে, 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' 'মহান আল্লাহ তাআলার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং আমি তার কাছে তাওবা করি।' তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিও সে রণক্ষেত্র হতে পলায়ন করে থাকে।"[৮০]

ইমাম নাসায়ী তার আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইল গ্রন্থে খাব্বাব ইবনুল আরাত -এর হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

৭৯. সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ৭৩৮৭। অধ্যায় : ৯৭, দুআ। অনুচ্ছেদ : ৯, 'আল্লাহ তাআলা শোনেন এবং দেখেন' সূরা নিসার ১৩৪ নং আয়াতের আলোচনায়। এ ছাড়াও হাদিসটি সহীহ বুখারীর ৮৩৪ ও ৬৩২৬ নং এ রয়েছে। সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৭০৫

৮০. দুআটি তিরমিযির হাদিসে রয়েছে। হাদিস নং : ৩৫৭৭। যায়িদ হতে। সনদ সহীহ। অধ্যায় : ৪৫, দুআ। অনুচ্ছেদ : ১১৮, মেহমানের দুআ; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ১৫১৭। সনদ সহীহ।

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَسْتَغْفِرُ؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা ইসতিগফার কীভাবে করব? তিনি বললেন, এভাবে বলো, 'اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ' 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমাদের প্রতি দয়া করুন। এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। আপনিই একমাত্র দয়াময় তাওবা কবুলকারী।'[৮১]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর চেয়ে বেশি আর কাউকে 'أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ' 'আমি আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমি তার কাছে তাওবা করি' পাঠ করতে দেখিনি।[৮২]

সুনানে আরবাআর এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ বলেন, আমরা এক মজলিসে রাসূল ﷺ-এর জবানে একশ বার এই দুআ গণনা করেছি,

'رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ'

'হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। এবং আমার তাওবা কবুল করুন। আপনিই একমাত্র দয়াময় তাওবা কবুলকারী।'[৮৩]

---

৮১. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইল, হাদিস নং : ১/৩২২। হাদিস নং : ৪৬১; সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী : ৯/১৭৩। হাদিস নং : ১০২২২। হাদিসটির সনদ নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে। সঠিক কথা হলো হাদিসটি মুরসাল। তুহফাতুল আশরাফ বিমারিফাতিল আতরাফ : ৩/১১৮। হাদিস নং : ৩৫২১

৮২. আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইল, হাদিস নং : ১/৩৩০। হাদিস নং : ৪৫৪; সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী : ৯/১৭১। হাদিস নং : ১০২১৫। সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং : ৯২৮। বর্ণনাকারী 'ওয়ালিদ বিন মুসলিমের' ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের কারও কারও অভিযোগ রয়েছে।

৮৩. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৪৩৪। সনদ হাসান সহীহ। অধ্যায় : ৪৫, দুআ। অনুচ্ছেদ : ৩৯, মজলিস হতে উঠার দুআ; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ১৫১৬; ইবনু মাজাহ, হাদিস নং : ২৮১৪; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, হাদিস নং : ১০২১৯; আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইল, হাদিস নং : ৪০৮

দিনে ক'বার ইসতিগফার করবে?

বুখারীর এক বর্ণনায় আবু হুরাইরা ؓ রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

'وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً'

'আল্লাহর শপথ! আমি দিনে সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে ইসতিগফার ও তাওবা করে থাকি।'[৮৪]

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আগার বিন ইয়াসার আল মুযানী ؓ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,

'إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ'

'নিশ্চয়ই আমার অন্তরেও ঢাকনা পড়ে যায়। আর আমি দিনে একশ বার ইসতিগফার পাঠ করি।'[৮৫]

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় হুযাইফা ؓ রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ذَرِبُ اللِّسَانِ، وَإِنَّ عَامَّةَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِي، فَقَالَ: «أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ؟»، فَقَالَ: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ-أَوْ فِي الْيَوْمِ-مِائَةَ مَرَّةٍ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি খুব কঠোর ভাষী মানুষ। আর সাধারণত আমার পরিবারের লোকজনের সাথেই এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। তিনি বললেন, 'তোমার ইসতিগফার কোথায় গেল?' এ কথা বলে তিনি আরও বলেন, 'আমি দিনে রাতে বা শুধু দিনে একশ বার ইসতিগফার করি'।"[৮৬]

---

৮৪. সহীহ বুখারি, হাদিস নং : ৬৩০৭। অধ্যায় : ৮০, দুআ। অনুচ্ছেদ : ৩, দিনে ও রাতে রাসূল ﷺ-এর ইসতিগফার।

৮৫. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৭০২। অধ্যায় : ৪৮, জিকির, দুআ, তাওবা ও ইসতিগফার। অনুচ্ছেদ : ১২, ইসতিগফার করতে পছন্দ করা এবং বেশি বেশি করা।

৮৬. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ২৩৩৬২। হুযাইফা ؓ-এর কঠোর ভাষী হওয়ার বক্তব্যসহ সনদটি দুর্বল। তবে ২৩৩৪০ নং হাদিসে সহীহ সনদে একই ধরনের বক্তব্য থাকায় হাদিসটি সহীহ লিগাইরিহি।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ، جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে ইসতিগফার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বপ্রকার বিপদাপদ হতে মুক্ত করবেন ও সব রকম দুশ্চিন্তা হতে রক্ষা করবেন এবং তার জন্য এমন স্থান হতে রিজিকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।"[৮৭]

আবু হুরাইরা ؓ বলেন,

إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ دِيَتِي

'আমি দিনে হাজারবার ইসতিগফার পাঠ করি। এ যেন আমার রক্তমূল্যের বরাবর।'[৮৮]

আম্মাজান আয়িশা ؓ বলেন,

طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا

'যে ব্যক্তি তার আমলনামায় অধিক পরিমাণে 'ইসতিগফার' যোগ করতে পেরেছে, তার জন্য সুসংবাদ।'[৮৯]

আবুল মিনহাল আব্দুর রহমান বিন মুতইম ؒ বলেন,

مَا جَاوَرَ عَبْدٌ فِي قَبْرِهِ مِنْ جَارٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنِ اسْتِغْفَارٍ كَثِيرٍ

'অধিক পরিমাণে ইসতিগফারের চেয়ে কবরে মানুষের সর্বোত্তম সঙ্গী আর কিছু হতে পারে না।'[৯০]

---

৮৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ২২৩৪। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ হতে। সনদ যঈফ। আবু দাউদ, হাদিস নং : ১৫১৮। অধিক পরিমাণে পড়ার পরিবর্তে নিয়মিত পড়ার উল্লেখ রয়েছে।

৮৮. মারিফাতুস সাহাবা : ১৮৯১ (আবু নুআইম ؒ রচিত ও দারুল ওয়াতান প্রকাশিত)। তবে সেখানে ১২ হাজারের উল্লেখ রয়েছে।

৮৯. শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী : ৬৩৭। হাদিসটি ইবনে মাজাহতে রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত আছে। হাদিস নং : ৩৮১৮। আব্দুল্লাহ বিন বুসর ؓ হতে। সনদ সহীহ।

৯০. আল ফাউজুল আজীম ফি লিকাইল কারীম : ১১৯; শরহু ছুলাছিয়াতি মুসনাদি আহমাদ : ২/৫১১

গুনাহের প্রতিষেধক হলো ইসতিগফার

এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই যে গুনাহের অন্যতম ওষুধ বা প্রতিষেধক হলো ইসতিগফার। বেশি বেশি আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

এক মারফু বর্ণনায় আলী ؓ বলেন,

إِنَّ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، وَإِنَّ دَوَاءَ الذُّنُوبِ الِاسْتِغْفَارُ

"প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। গুনাহের প্রতিষেধক হলো 'ইসতিগফার'।"[১১]

কাতাদা ؒ বলেন,

'إِنَّ الْقُرْآنَ يَدُلُّكُمْ عَلَى دَائِكُمْ وَدَوَائِكُمْ، أَمَّا دَاؤُكُمْ فَذُنُوبُكُمْ، وَأَمَّا دَوَاؤُكُمْ فَالِاسْتِغْفَارُ'

'নিশ্চয় কুরআন তোমাদের রোগ এবং তার প্রতিষেধক বাতলে দিয়েছে। তোমাদের রোগ হলো 'গুনাহ', আর তার প্রতিষেধক হলো 'ইসতিগফার'।'[১২]

সালাফগণের কেউ কেউ বলেন,

إِنَّمَا مِعْوَلُ الْمُذْنِبِينَ الْبُكَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ، فَمَنْ أَهَمَّتْهُ ذُنُوبُهُ، أَكْثَرَ لَهَا مِنَ الِاسْتِغْفَارِ

"কান্নাকাটি এবং ইসতিগফার হলো গুনাহগারদের জন্য কুঠারের মতো। যে ব্যক্তি নিজের গুনাহকে গুরুত্ব দেয়, তার বেশি বেশি ইসতিগফার করা উচিত।"

রিয়াহ আল-কাইসী ؒ বলেন, 'আমার চল্লিশটিরও বেশি গুনাহ ছিল। প্রতিটি গুনাহের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে এক হাজার বার করে ইসতিগফার করেছি।'[১৩]

---

১১. জামিউস সগীর, হাদিস নং : ৭৩০৭। যঈফুল জামি, হাদিস নং : ৪৭১৭। গ্রন্থকার আবু যর গিফারী ؓ-এর নাম উল্লেখ করলেও আসল বর্ণনাকারী আলী ؓ। সনদ দুর্বল।

১২. শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী : ৯/৩৪৭। বর্ণনা নং : ৬৭৪৫। সনদ দুর্বল। তাফসীরে ইবনে হাতিম : ২৩১৯, সূরা বনী-ইসরাঈলের ৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়।

১৩. হিলয়াতুল আওলিয়া : ৬/১৯৪

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা জানা যায় যে, একদিন তিনি সাবালক হওয়ার পর থেকে যত ভুলভ্রান্তি হয়েছে তা গণনা করলেন। সারা জীবনে মাত্র ৩৬টি ভুলভ্রান্তি পাওয়া গেল। প্রতিটি ভুলের জন্য তিনি এক হাজার বার করে ইসতিগফার পাঠ করলেন। প্রতিটি ভুলের জন্য এক হাজার রাকাআত করে নামায আদায় করলেন। প্রতি রাকাতের শেষে তিনি বলতেন,

فَإِنِّي غَيْرُ آمِنٍ سَطْوَةَ رَبِّي أَنْ يَأْخُذَنِي بِهَا، وَأَنَا عَلَى خَطَرٍ مِنْ قَبُولِ التَّوْبَةِ

'এতকিছুর পরও আমি আল্লাহ তাআলার পাকড়াও হতে নিরাপদ নই। আমি নিজের তাওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে শঙ্কায় ভুগছি।'

যাদের গুনাহ কম তাদের নিকট ইসতিগফারের দুআ কামনা করা

যে ব্যক্তি তার অত্যধিক গুনাহের ব্যাপারে খুব বেশি চিন্তিত। সে মাঝে মাঝে এমন লোকদের কাছে নিজের মাগফিরাতের জন্য দুআ চাইতে পারে, যাদের গুনাহ কম বা নেই। উমর ﷺ শিশু-কিশোরদের কাছে ইসতিগফারের দুআ চেয়ে বলতেন, 'তোমাদের তো গুনাহ নেই'।

আবু হুরাইরা ﷺ মকতবের শিশুদের বলতেন,

قُولُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ

"বলো, হে আল্লাহ, আপনি 'আবু হুরাইরাকে' মাফ করে দিন।"

তাদের দুআর প্রতি আবু হুরাইরা ﷺ-এর আস্থা ছিল।

তাবিঈ বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুযানী ﷺ বলেন, 'কারও পক্ষে যদি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ফকির-মিসকিনের মতো ইসতিগফারের দুআ ভিক্ষা করা সম্ভব হয়, সে যেন তা-ই করে।'

যার গুনাহের পরিমাণ এত বেশি যে, তার কোনো গণনা বা হিসাব নেই। তাহলে সে আল্লাহ তাআলার ইলমে যা আছে তার জন্য ইসতিগফার করবে।

কেননা, আল্লাহ ﷻ প্রতিটি বিষয় লিখে রাখেন এবং তার হিসাব রাখেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

“যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠাবেন, অতঃপর তারা যে আমল করেছিল তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ তা হিসাব করে রেখেছেন, যদিও তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী।”[১৪]

শাদ্দাদ বিন আউস رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলতে শিখাতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، وَقَلْبًا سَلِيمًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ

‘হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি কাজেকর্মে দৃঢ়তা, সৎপথে দৃঢ়তা, আপনার দেয়া নিআমাতের কৃতজ্ঞতা ও নিষ্ঠার সাথে আপনার ইবাদাত করার যোগ্যতা। আমি আপনার নিকট আরও প্রার্থনা করি সত্যবাদী জিহ্বা ও বিশুদ্ধ অন্তর। আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই আপনার জানা সকল মন্দ হতে এবং কামনা করি আপনার জানা সকল কল্যাণ। আমি ক্ষমা চাই আপনার জানা সর্বপ্রকারের অপকর্ম হতে। অবশ্যই আপনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত।’[১৫]

১৪. সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ৬

১৫. সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৪০৭। অধ্যায় : ৪৫, দুআ। অনুচ্ছেদ : ২৩। সনদ শুআইব আরনাউতের মতে হাসান লিগাইরিহী। আলবানীর মতে যঈফ। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৭১৩৩

কবির ভাষায়,

أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِمَّا يَعْلَمُ اللهُ *** إِنَّ الشَّقِيَّ لَمَنْ لَا يَرْحَمُ اللهُ
مَا أَحْلَمَ اللهَ عَمَّنْ لَا يُرَاقِبُهُ *** كُلٌّ مُسِيءٌ وَلَكِنْ يَحْلُمُ اللهُ
فَاسْتَغْفِرِ اللهَ مِمَّا كَانَ مِنْ زَلَلٍ *** طُوبَى لِمَنْ كَفَّ عَمَّا يَكْرَهُ اللهُ
طُوبَى لِمَنْ حَسُنَتْ مِنْهُ سَرِيرَتُهُ *** طُوبَى لِمَنْ يَنْتَهِي عَمَّا نَهَى اللهُ

ক্ষমা চাও আজ আল্লাহ পাকের মহান দরবারে
সবার খবর জানেন তিনি, মালিক সবই জানে।
দুর্ভাগা সেই বান্দা তাহার দেখেনি যার পানে,
দয়ার নজরে রাখেনি যারে মালিক রহমানে।
ভালো ও মন্দ সবকিছু তাঁর রয়েছে নিখুঁত জানা,
কিছু না করে সুযোগ দিয়ে দেখেন রাব্বানা।
তাই বলি আর দেরি কোরো না, লুটিয়ে পড়ো আজ,
ক্ষমার ভিখারী, ক্ষমা চাওয়াই তোমার বড় কাজ।
এমন কপাল ক'জনার জোটে ইহকালে,
বেঁধে রাখে যে নিজেরে তার রবের বেড়াজালে।
গোপনে যার চলেছে বেড়ে পুণ্যের খতিয়ান,
কপালে তার জুটেছে রবের মধুর আহবান।
রবের নিষেধ জেনে বুঝে যে রয়েছে সাবধান,
তার প্রতি তিনি চিরখুশি আল্লাহ মহীয়ান। [৯৬]

৯৬. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, ৮৪৩। মাহির ইয়াসিন ফিহল সম্পাদিত।

মাগফিরাতের তৃতীয় উপায় : তাওহীদ

রাসূল ﷺ-এর যে হাদিস দিয়ে আমরা বইটি শুরু করেছি তার শেষাংশে রয়েছে লা শরিক তাওহীদের কথা। আল্লাহ ﷻ এর একত্ববাদের ইয়াকীনকে তাওহীদ বলা হয়।

যার মধ্যে তাওহীদের ইয়াকীন রয়েছে, তার জন্য মাগফিরাতের দুয়ার খোলা। যার নেই সে মাগফিরাত থেকে চিরবঞ্চিত এক নরাধম। আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে শরিক করে। এ ছাড়া অন্য যেকোনো গুনাহ তিনি ক্ষমা করেন, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন মারাত্মক অপবাদ আরোপ করল।"[১৭]

অতএব যে ব্যক্তি জমিন পরিমাণ গুনাহের বোঝা থাকা সত্ত্বেও তাওহীদের ইয়াকীন নিয়ে আসবে, আল্লাহ ﷻ তার সাথে মাগফিরাতের আচরণ করবেন। সে যদি জমিন বরাবর গুনাহ নিয়ে আসে। আল্লাহ ﷻ সমপরিমাণ মাগফিরাত নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তবে এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে। তা হলো, গুনাহগার বান্দার সাথে ক্ষমার আচরণে আল্লাহ ﷻ-এর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি চাইলে মাফ করে দিতে পারেন। চাইলে গুনাহের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে পরে মুক্তি দিতে পারেন। এটা সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছা।

তবে তাওহীদের সাথে মৃত্যুবরণকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবেন না। বরং এক সময় তাকে সেখান হতে বের করে জান্নাতের চির সাফল্যমণ্ডিত জীবনের অধিকার দেওয়া হবে।

উলামায়ে কেরাম বলেন, 'তাওহীদের ইয়াকীন থাকা মুমিনকে কাফিরের মতো জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না। আর 'মুওয়াহহিদ মুমিন' কাফিরদের মতো স্থায়ীভাবে জাহান্নামে পড়ে থাকবে না।

---

১৭. সূরা নিসা, ৪ : ৪৮

মাগফিরাতের উপযুক্ত তাওহীদের স্বরূপ

বান্দা যদি তার অন্তরে, মুখে এবং কাজকর্মে তাওহীদের শর্তাবলি পূরণ করতে পারে, একমাত্র আল্লাহ ﷻ-এর জন্য সবকিছু করতে পারে, তবে তো সে তার দায়িত্ব পূর্ণ করতে পেরেছে। আর যদি কাজকর্মে সকল দায়িত্ব আদায় করতে না পারলেও অন্তত মৃত্যুর সময় মুখে ও অন্তরে তাওহীদের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান প্রকাশ করতে পারে, তাহলে সে অবশ্যই মাগফিরাত লাভ করবে। নিজের যাবতীয় গুনাহের জন্য জাহান্নামে যেতে হলেও সেখানকার চিরস্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার চিরদুর্ভাগ্য হতে বেঁচে যাবে।

কেউ যখন সত্য ও সঠিকভাবে তাওহীদের কালিমাকে ধারণ করে, তখন তার মধ্য হতে আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য সবকিছুর ভালোবাসা, মর্যাদা, বড়ত্ব, গুরুত্ব, ভয়, আশা এবং আস্থা বের হয়ে যায়। একমাত্র আল্লাহ ﷻ-এর যাত ও সিফাতের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য, ভালোবাসা, ভয়, আশা ও ভরসা তৈরি হয়।

আর তখন তাওহীদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তার যাবতীয় গুনাহ ও ভুলভ্রান্তিকে মিটিয়ে দেয়। সাগর পরিমাণ গুনাহও তাওহীদের সামনে মিটে যায়। এ জন্যই কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন স্থানে গুনাহকে সাওয়াবে পরিবর্তনের কথা এসেছে।

তাওহীদ হলো এমন এক আজব পরশমণি, যার সামান্য আলোকচ্ছটা পর্বতসম গুনাহ ও ভুলভ্রান্তিকে পুণ্যের সরোবরে বদলে দিতে পারে।

এক বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন,

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ لَا يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلَا تَتْرُكُ ذَنْبًا

"কোনো আমলই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে অতিক্রম করতে পারে না এবং তা কোনো গুনাহকেই মাফ না করিয়ে ছাড়ে না।"[৯৮]

---

৯৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৩৭৯৭। উম্মে হানী رضي الله عنها হতে। সনদ যঈফ। অধ্যায় : ৩৩, শিষ্টাচার। অনুচ্ছেদ : ৫৪, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর ফযীলত।

শাদ্দাদ বিন আউস ও উবাদাহ ইবনু ছামিত ﵄ বলেন,

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ؟ » يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ. فَقُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ، وَقَالَ: « ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ، وَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً، ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ: « الْحَمْدُ لِلهِ، اللهُمَّ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَأَمَرْتَنِي بِهَا، وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ » ثُمَّ قَالَ: « أَبْشِرُوا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ

"একদিন আমরা নবীজি ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। একসময় তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কি অপরিচিত কেউ আছে? অর্থাৎ 'ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান' আহলে কিতাবের কেউ আছে?' আমরা বললাম, 'জি না, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' তিনি দরজা বন্ধ করতে বলে বললেন, 'হাত ওঠাও এবং বলো 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ' 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'।' আমরা তা বলে কিছুক্ষণ হাত উঁচিয়ে রাখলাম। অতঃপর রাসূল ﷺ নিজের হাত উঁচিয়ে বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এই কালিমা দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই কালিমার দাওয়াতের আদেশ করেছেন। এর বিনিময়ে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।' এরপর বললেন, 'তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, আল্লাহ ﷻ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন'।"[৯৯]

শিবলী ﵀ বলেন,

مَنْ رَكَنَ إِلَى الدُّنْيَا أَحْرَقَتْهُ بِنَارِهَا، فَصَارَ رَمَادًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، وَمَنْ رَكَنَ إِلَى الْآخِرَةِ أَحْرَقَتْهُ بِنُورِهَا، فَصَارَ ذَهَبًا أَحْمَرَ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَمَنْ رَكَنَ إِلَى اللهِ، أَحْرَقَهُ نُورُ التَّوْحِيدِ، فَصَارَ جَوْهَرًا لَا قِيمَةَ لَهُ

---

৯৯. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৭১২১। সনদ দুর্বল।

“যে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে, দুনিয়ার আগুন তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। অতঃপর বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

যে আখিরাতের প্রতি ঝুঁকে, আখিরাতের নূর তাকে পুড়িয়ে দেয়। অতঃপর সে লাল স্বর্ণে পরিণত হয়। যদ্দ্বারা সে উপকৃত হয়।

আর যে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি ঝুঁকে, আল্লাহ তাআলার তাওহীদের নূর তাকে পুড়িয়ে অমূল্য জাওহারে পরিণত করে।”

তাওহীদ অন্তরকে পবিত্র করে

অন্তরে যখন ভালোবাসার আগুন জ্বলে ওঠে, তখন তা মহান রব্বুল ইজ্জত আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি নিখাদ ভালোবাসা ব্যতীত বাকি সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অন্তর হতে বের করে দেয়। তাওহীদের ইয়াকীন এভাবেই বান্দার অন্তরের যাবতীয় কলুষতা দূর করে তাওহীদের পবিত্র বীজ বুনে দেয়।

কবি বলেন,

مَا وَسِعَنِي سَمَائِي وَلَا أَرْضِي *** وَلَكِنْ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ

আসমান জমিন ব্যাপিয়া আমায় ধরেনি কোথাও কেউ
ধরেছে কেবল মুমিন বান্দার প্রেম সাগরের ঢেউ।[১০০]

কবি বলেন,

غَصَّنِي الشَّوْقُ إِلَيْهِمْ بِرِيقِي *** فَوَاحَرِيقِي فِي الْهَوَى وَاحَرِيقِي
قَدْ رَمَانِي الْحُبُّ فِي لُجِّ بَحْرٍ *** فَخُذُوا بِاللهِ كَفَّ الْغَرِيقِ
حَلَّ عِنْدِي حُبُّكُمْ فِي شِغَافِي *** حَلَّ مِنِّي كُلَّ عَقْدٍ وَثِيقِ

---

১০০. ইসরাইলী বর্ণনা হিসেবে পরিচিত। কেউ এইও বর্ণনাটিকে হাদিস বা হাদিসে কুদসী বলে থাকেন। কিন্তু হাদিসে কুদসী হিসেবে এর কোনো গ্রহণযোগ্য সনদ পাওয়া যায় না। মাজমূআতুল ফাতাওয়া লি-ইবনি তাইমিয়া : ১৮/৩৭৬

তার কামনায় রুদ্ধ প্রায় জীবনপ্রদীপ খানি,
জ্বলে গেছি তার কামনায় আজ গিয়েছি জ্বলে আমি।
ভালোবাসা তার ফেলেছে আমায় অকূল পাথারে হায়
তুমি না বাঁচালে আল্লাহ আমার রইবে না আর উপায়।
অন্তরে আজ জেগেছে তিয়াস মিলিবে কোথা বারি
বন্ধনে তার দিতে পারি আজ ক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি।

تمت بتوفيق الله العليم الحكيم الغفور الرحيم

শিবলী বলেন,

"যে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে, দুনিয়ার আগুন তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। অতঃপর বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

যে আখিরাতের প্রতি ঝুঁকে, আখিরাতের নূর তাকে পুড়িয়ে দেয়। অতঃপর সে লাল স্বর্ণে পরিণত হয়। যদ্দ্বারা সে উপকৃত হয়।

আর যে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি ঝুঁকে, আল্লাহ তাআলার তাওহীদের নূর তাকে পুড়িয়ে অমূল্য জাওহারে পরিণত করে।"